কোম্পানীর নাম
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১৩

(বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ও চা-বাগান গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য)

মাস ও বৎসর

কোম্পানীর ঠিকানা

ঃ সূচীপত্র ঃ

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	ভূমিকা	০১
	উদ্দেশ্য	০১
১।	**ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা**	০২
২।	**গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য**	
২.১।	শ্রেণীবিন্যাস	০৪
২.২।	গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য	০৪
৩।	**গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা জামানত**	
৩.১।	গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া	০৬
৩.২।	প্রাথমিক সম্মতি পত্র	১১
৩.৩।	গ্যাস সংযোগ ব্যয়	১১
৩.৪।	প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হলে সার্ভিস চার্জ	১২
৩.৫।	নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদান পদ্ধতি	১২
৩.৬।	গ্যাস লাইন কমিশনিং ব্যয়	১৪
৪।	**গ্যাস স্থাপনা/সরঞ্জামের লোড এবং বর্হিগমন চাপ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ**	
৪.১।	স্থাপনার ভূমির ক্ষেত্রফলের উপর ভিত্তি করে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ	১৫
৪.২।	স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ	১৬
৪.৩।	গ্যাস স্থাপনার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ	১৬
৪.৪।	বয়লার ও জেনারেটরের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ	১৬
৪.৫।	Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপন	১৭
৪.৬।	চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ	১৭
৫।	**মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ**	
৫.১।	মিটার রিডিং গ্রহণ	১৭
৫.২।	বিল প্রস্তুতকরণ	১৮
৫.৩।	বিল প্রেরণ	১৯
৫.৪।	আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ	১৯
৫.৫।	রাজস্ব আদায়	১৯
৫.৬।	বিল পরিশোধের সময়সীমা	১৯
৫.৭।	মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)	১৯
৫.৮।	বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার	২১
৬।	**গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন**	২১
৭।	**অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়**	
৭.১।	অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার	২২
৭.২।	গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য	২২
৭.৩।	একাধিকবার অবৈধ কার্যকলাপের জন্য জরিমানা আরোপ	৩০
৭.৪।	অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়	৩১
৭.৫।	আরএমএস/সিএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়	৩১

অনুচ্ছেদ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৮।	**সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ব্যয়**	
৮.১।	অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ	৩১
৮.২।	স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ	৩২
৮.৩।	গ্যাস সরবরাহ সীমিতকরণ/স্থগিতকরণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ	৩২
৮.৪।	সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়	৩৩
৮.৫।	পুনঃসংযোগ এবং ব্যয়	৩৩
৯।	**গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি**	
৯.১।	লোড হ্রাস/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া	৩৪
৯.২।	গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস চার্জ	৩৬
১০।	**ভিন্ন জ্বালানী ব্যবহার**	**৩৬**
১১।	**বিবিধ**	
১১.১।	রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তর চার্জ	৩৬
১১.২।	মালিকানা/নাম পরিবর্তন চার্জ	৩৭
১১.৩।	লোড হস্তান্তর/স্থানান্তর/একত্রীকরণ	৩৭
১১.৪।	ব্যবসার ধরন পরিবর্তন	৩৭
১১.৫।	মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ	৩৭
১১.৬।	প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন	৩৮
১১.৭।	সকল গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য	৩৮
১১.৮।	ঠিকাদার সম্পৃক্ততা	৩৮
১১.৯।	বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	৩৮
১১.১০।	অধিকার সংরক্ষণ	৩৮

পরিশিষ্ট ক - গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস
পরিশিষ্ট খ - বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

ভূমিকা

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান প্রাথমিক জ্বালানী শক্তি। ষাটের দশকের শুরুতে এদেশে সর্বপ্রথম গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে এবং অবশিষ্ট এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। বর্তমানে পাঁচটি বিতরণ কোম্পানী সারাদেশে ২১ লক্ষেরও বেশী গ্রাহকের নিকট বিরামহীনভাবে প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস বিতরণ করছে। দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৮৫ ভাগ এবং প্রায় ২.৯ মিলিয়ন টন সার উৎপাদন ছাড়াও শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক, চা-বাগান, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার ও সিএনজি খাতে গ্যাসের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পধান চালিকা শক্তি হিসেবে অতুলনীয় ভূমিকা রাখছে।

গ্যাস সংযোগ গ্রহণ পদ্ধতি এবং তৎপরবর্তী গ্রাহক সেবা তথা আবেদনপত্রের সাথে যাচিত বিভিন্ন দলিল-পত্র, সংযোগ -ফি ও সারচার্জের হার, লোড নির্ধারণ পদ্ধতি, নিরাপত্তা জামানত, ন্যূনতম দেয়, ও আদায় পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত বিষয়াবলী স্বচ্ছ ও জবাবদিহামূলক এবং গ্রাহক বান্ধব করার অভিপ্রায়ে গত ১৯৯৪ সাল হতে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে সংশোধনকৃত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' গত জুলাই ১, ২০০৪ সাল হতে গ্যাস বিপণন কোম্পানী প্রান্তে প্রচলিত ছিল।

গত জুলাই ২০১০ মাসে সরকার গ্যাসের যথার্থ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এর বিক্রয়সহ হিসাব বহির্ভূত গ্যাসের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ও সময়মত গ্যাস বিক্রয়লব্ধ রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গ্যাস আইন ২০১০ (২০১০ সালের ৪০নং আইন) জারা করেছে। ফলে কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার এবং গ্যাস সংযোগ প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, সরঞ্জামাদি চুরি ও অপরাধ সংঘটনে সহায়তা, প্ররোচনা ইত্যাদি অপরাধের জন্য জেল, জরিমানা/দন্ড আরোপের আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনবায়নযোগ্য জ্বালানী গ্যাসের মজুদ অফুরন্ত নয়। সীমিত এ প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ এবং অর্জিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় নিশ্চিত করে দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি গ্যাস খাতের উন্নয়ন সাধন করা সরকারের দায়িত্ব। গ্যাস আইন ২০১০ জারী হওয়ায় এর সাথে প্রচলিত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করে আরও গ্রাহক বান্ধব, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণসহ পূর্বতন নিয়মাবলী বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা এবং বিদ্যমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাতিল করে এর সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণ 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

'গ্যাস আইন ২০১০' জারা হওয়ায় গ্রাহক কর্তৃক বিবিধ অপরাধ সংঘটিত হলে এর জন্য জেল ও জরিমানা/দন্ড আরোপ সহজতর হয়েছে। এছাড়াও এ আইন জারীর ফলে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩' ও 'গ্যাস আইন ২০১০' এর কতিপয় বিষয়ে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' এর সাংঘর্ষিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এতদ্ব্যতীত 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাস্তবায়নের পর ইতোমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় এ নিয়মাবলী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং বিরাজমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কতিপয় বিষয়ের সংযোজন ও বিয়োজন জরুরী মর্মে বিবেচিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩' ও 'গ্যাস আইন ২০১০' এর সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়াবলী পরিহার করে সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০০৪' বাতিল করে এর সংশোধিত ও হালনাগাদ সংস্করণ 'গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১' প্রণয়ন করা হল। এ নিয়মাবলী বাণিজ্যিক, শিল্প, মৌসুমী, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি এবং চা-বাগান শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

এ নিয়মাবলীর আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সহজতর ও দ্রুততর হবেঃ

- গ্যাস সংযোগ প্রদান ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজতর হবে;
- কোম্পানীর আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়গুলোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;

- লোড নির্ধারণ ও জামানতের অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি গ্রাহক অনুকূল হবে;
- ন্যনতম দেয় নির্ধারণে গ্রাহক ও কোম্পানী উভয়ের স্বার্থ রক্ষা পাবে;
- লোডহ্রাস/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে;
- স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে;
- বিল ও বকেয়া পরিশোধে গ্রাহক উৎসাহিত হবে;
- কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা বৃদ্ধি পাবে এবং
- সর্বোপরি গ্রাহক হয়রানা হ্রাস পাবে।

সংযোগ এবং সংযোগোত্তর সহজতর স্বচ্ছ সেবা প্রদানের জন্য গ্রাহক সংশ্লিষ্ট ফরমসমূহ এবং চুক্তিপত্রের নমুনা ওয়েবসাইটে থাকা সত্ত্বেও এ নিয়মাবলীর পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন ফরমসমহের ফটোকপি প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব হয়। আলোচ্য গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী বাস্তবায়ন তথা গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১। **<u>ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা</u>**

১) "অধিকারভুক্ত এলাকা" অর্থ গ্যাস বিতরণ ও বিপণনের জন্য লাইসেন্সধারীকে অর্পিত ভৌগোলিক এলাকা;

২) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত এবং নিবন্ধিত কোন কোম্পানী;

৩) "গ্যাস সরবরাহ" অর্থ পাইপলাইন, সিলিন্ডার, যানবাহন, বার্জ, জলযান আধার (ভেসেল) অথবা অন্য কোন মাধ্যমে গ্রাহকের জন্য গ্যাস বিতরণ বা খুচরা সরবরাহ;

৪) "গ্যাস সরবরাহ চুক্তি" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী কিংবা সরবরাহকারী কিংবা বিপণনকারী কিংবা বিক্রেতা এবং ক্রেতা কিংবা গ্রাহকের দ্বারা ও তাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি;

৫) "গ্রাহক" অর্থ গ্যাস বিতরণকারী অথবা সরবরাহকারী কোন ব্যক্তির সাথে চুক্তিতে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে গ্যাস ক্রয় করার উদ্দেশ্যে কোন চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনকারীর ভাড়াটিয়া হিসেবে গ্যাস ব্যবহারকারী অথবা অন্য কোনভাবে প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারকারীও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

৬) "ধ্বংসাত্মক অথবা নাশকতামূলক কার্যকলাপ" অর্থ ইচ্ছাকৃত যে কোনভাবে গ্যাস শিল্পের ও সম্পদের ক্ষতিসাধন অথবা স্বাভাবিক গ্যাস পরিচালন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ করা অথবা এরূপ যে কোন প্রচেষ্টা;

৭) "পাইপলাইন" অর্থ গ্যাস সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ, বিপণনের লক্ষ্যে অনুমোদিত পাইপলাইন এবং কম্প্রেসর, যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, মিটার, চাপ নিয়ন্ত্রক, পাম্প, ভাল্ব এবং তা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জামাদি ও যন্ত্রাংশও এর অন্তর্ভুক্ত;

৮) "প্রাকৃতিক গ্যাস" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে গ্যাসীয় অবস্থায় প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন, হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ অথবা তরল, বাস্পীভূত অথবা সংযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত গ্যাস, যার সাথে নিম্নবর্ণিতসহ অন্যান্য অজৈব এক বা একাধিক পদার্থ মিশ্রিত থাকতে পারে অথবা নাও থাকতে পারে, যথা ঃ
(ক) হাইড্রোজেন সালফাইড;
(খ) নাইট্রোজেন;
(গ) হিলিয়াম;
(ঘ) কার্বন-ডাই-অক্সাইড;

৯) "ব্যক্তি" অর্থ ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি ও সংবিধিবদ্ধ অথবা অন্যবিধ অংশীদারী কারবারী সংস্থা অথবা তার প্রতিনিধি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

১০) "বিল" অর্থ বিক্রয় মূল্য এবং চার্জসহ বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ, সেবা অথবা কার্য সম্পাদনের বিনিময়ে ধার্য টাকার নিমিত্ত বিবরণ;

১১) "মজুদকরণ (storage)" অর্থ সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে গ্যাস বিতরণের উদ্দেশ্যে যথোপযুক্ত অবস্থায় গ্যাস পুঞ্জিভূতকরণ বা সঞ্চয়করণ এবং ধারণকরণ;

১২) "মিটারধারী" অর্থ এরূপ গ্রাহক অথবা গ্রাহক শ্রেণী যার গ্যাস সরবরাহ মিটারের মাধ্যমে হয় এবং তদনুযায়ী বিল প্রদেয় হয়;

১৩) “সঞ্চালন” অর্থ উচ্চ-চাপবিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে নির্ধারিত চাপে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ চাপে এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস স্থানান্তর;

১৪) “সিএনজি” অর্থ নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস;

১৫) “হিসাব-বহির্ভূত গ্যাস (unaccounted for gas-UFG)” অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন পাইপলাইন/ সিস্টেমে ধারণকৃত গ্যাসের পরিমাণের উপর গ্রহণযোগ্য মাত্রার পার্থক্য অথবা পরিবর্তন ব্যতীত এবং মিটারবিহীন গ্রাহকদের ব্যবহৃত চুলা বা সরঞ্জাম ফ্ল্যাটরেইট অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার ব্যতীত উক্ত পাইপলাইন সিস্টেমে মিটারে রিডিংভুক্ত হয়ে আগত ও মিটারে রিডিংভুক্ত হয়ে বহির্গত গ্যাসের মধ্যে যে পরিমাণগত পার্থক্য অথবা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়;

১৬) “ঠিকাদার” বলতে গ্যাসের সঞ্চালন, মজুদকরণ, বিতরণ, সরবরাহ ও বিপণন কোম্পানীর তালিকাভুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ঠিকাদারকে বুঝাবে;

১৭) “জামানত ” বলতে গ্যাস সংযোগের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত প্রদান বুঝাবে;

১৮) “কমিশনিং” বলতে গ্যাস সংযোগ প্রদানপূর্বক গ্যাস সরবরাহ চালু করা বুঝাবে;

১৯) “এমআইভি” বলতে গ্যাস কোম্পানীর ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান বুঝাবে;

২০) “রাস্তা কাটার অনুমতি” বলতে রাস্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমনঃ BSCIC, BEPZA, পৌরসভা, সড়ক ও জনপথ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এর নিকট হতে রাস্তা খনন করে গ্যাস লাইন নেয়ার অনুমতি বুঝাবে;

২১) “চুক্তি বৎসর” বলতে ১২(বার) মাস সময়সীমা বুঝাবে;

২২) “বিলের মাস” বলতে মিটার রিডিং চক্র অনুযায়ী ২(দুই) বার মিটার রিডিং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়কে বুঝাবে;

২৩) “দিন” বলতে ২৪ ঘণ্টা সময় বুঝাবে;

২৪) “ঘণ্টা” বলতে ৬০ মিনিট সময় বুঝাবে;

২৫) “মেয়াদের শেষ তারিখ” বলতে সরবরাহকালীন সর্বশেষ মিটার রিডিং গ্রহণের তারিখ বুঝাবে;

২৬) “আঙ্গিনা” বলতে গ্রাহকের যে জায়গায় গ্যাস সরবরাহ করা হবে তাকে বুঝাবে;

২৭) “সার্ভিস লাইন” বলতে ঐ পাইপ লাইনকে বুঝাবে যা মূল গ্যাস বিতরণ লাইনের সাথে সার্ভিস টি/ভালভ টি/ফ্ল্যাঞ্জ টি দ্বারা সংযুক্ত থাকবে এবং যা রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হবে;

২৮) “বিতরণ লাইন” বলতে ফিডার পাইপ লাইন অথবা মূল গ্যাস সরবরাহ লাইনের সাথে সংযুক্ত এরূপ লাইনকে বুঝাবে যাতে একাধিক গ্রাহক সংযুক্ত থাকবে;

২৯) “অভ্যন্তরীণ লাইন” বলতে ঐ পাইপলাইনকে বুঝাবে যা গ্রাহকের গ্যাস সরঞ্জামের সঙ্গে রেগুলেটিং ও মিটারিং স্টেশনের সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হবে;

৩০) “ভালভ” বলতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইনে স্থাপিত গ্যাস নিয়ন্ত্রণমলক ভাল্ব বুঝাবে;

৩১) “এ্যজ বিল্ট ড্রইং” বলতে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সংযোগের জন্য স্থাপিত সার্ভিস লাইন, অভ্যন্তরাণ লাইন এবং গ্যাস স্থাপনার ড্রইং বুঝাবে;

৩২) “রেগুলেটিং এন্ড মিটারিং ষ্টেশন” (আরএমএস) এবং “কাস্টমার মিটারিং স্টেশন” (সিএমএস) বলতে গ্যাস ব্যবহার পরিমাপের জন্য মিটার, রেগুলেটর, ভালভ, ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সম্মিলনকে বুঝাবে;

৩৩) “ডেলিভারি পয়েন্ট” বলতে যে পয়েন্ট হতে গ্যাসের স্বত্ত্ব এবং ঝুঁকি গ্রাহকের উপর বর্তাবে অর্থাৎ আরএমএস/সিএমএস এর বহিগমনদ্বারকে বুঝাবে;

৩৪) “সংযোজিত ঘণ্টাপ্রতি লোড” বলতে অভ্যন্তরীণ লাইনে সংযুক্ত প্রত্যেক গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার এর ঘণ্টাপ্রতি সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার (ক্ষমতার) সমষ্টি বুঝাবে;

৩৫) “অতিরিক্ত বিল” বলতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য প্রকৃত আদায়যোগ্য বিল এবং উক্ত সময়ের জন্য ইতঃপূর্বে প্রণীত গ্যাস বিলের পার্থক্যকে বুঝাবে;

৩৬) “বহির্গমন চাপ” বলতে আরএমএস/সিএমএস-এ স্থাপিত রেগুলেটরের বহির্গমনে প্রাপ্ত চাপ বুঝাবে;

৩৭) “সাময়িক/অস্থায়ী বিচ্ছিন্ন” বলতে ভালভ ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ আরএমএস/সিএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাবে;

৩৮) "স্থায়ী বিচ্ছিন্ন" বলতে সার্ভিস লাইন কিলিংপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস/সিএমএস অপসারণের মাধ্যমে সংযোগ বিচ্ছিন্ন বুঝাবে। অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন সংযোগ এর ক্ষেত্রে পুনঃসংযোগ গ্রহণের নির্ধারিত সময় অতিক্রম করলে সার্ভিস লাইন কিল করা সম্ভব না হলেও স্থায়ী বিচ্ছিন্ন হিসেবে গণ্য হবে;

৩৯) "ষ্ট্যান্ডবাই" বলতে কোন সরবরাহ ব্যবস্থা বা স্থাপনা-এর স্বাভাবিক সরবরাহ/উৎপাদন বিঘ্নকালে ঐ সরবরাহ/ স্থাপনার উৎপাদন বিকল্প ব্যবস্থায় চালু রাখার জন্য অপেক্ষমান স্থাপনাকে বুঝাবে;

৪০) "EVC" বলতে সরবরাহকৃত গ্যাসের আয়তনকে সরবরাহ চাপ, তাপমাত্রা ও কম্প্রেসিবিলিটি ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদর্শ চাপ ও তাপমাত্রায় আনয়নকে বুঝাবে;

৪১) "কারখানা/প্রতিষ্ঠানের মালিক" বলতে একক মালিকানার ক্ষেত্রে নিজ নামে, অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রিকৃত অংশীদারী চুক্তিপত্রে উল্লিখিত কোন অংশীদারের নামে, লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামে রেজিষ্ট্রিকৃত জমির দলিল থাকাকে বুঝাবে;

৪২) "মালিকানা পরিবর্তন" বলতে একক মালিকানার ক্ষেত্রে মালিক মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশসূত্রে মালিকানা পরিবর্তন অথবা রেজিষ্ট্রিকৃত সাব-কাবলা দলিলের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন বুঝাবে এবং অংশীদারী ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদারদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে এবং যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার অব জয়েন্ট ষ্টক বাংলাদেশ এর মাধ্যমে শেয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন বুঝাবে।

২। গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

২.১। শ্রেণীবিন্যাস

গ্যাস ব্যবহারের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর বিন্যাস করা হল। বর্তমানে প্রচলিত গ্রাহক শ্রেণীসমূহের আওতায় কোন কোন ধরনের গ্যাস ব্যবহারকারী/প্রতিষ্ঠান অর্ন্তভুক্ত হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্তে নিম্নে উল্লিখিত মূল গ্রাহক শ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্যাস ব্যবহারকারী/প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণী সম্বলিত ছক পরিশিষ্ট -ক এ প্রদান করা হয়েছেঃ

ক) গৃহস্থালী *
খ) বাণিজ্যিক
খ) শিল্প
গ) মৌসুমী
ঘ) ক্যাপটিভ পাওয়ার
ঙ) সিএনজি
চ) চা- বাগান
ছ) বিদ্যুৎ *
জ) সার *
ঝ) ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক

* এ সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের জন্য ভিন্ন নিয়মাবলী প্রযোজ্য।

২.২। গ্রাহকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

২.২.১। গৃহস্থালী গ্রাহক

বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত বাড়ি/ইমারত, বিভিন্ন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ফ্ল্যাট/কলোনী ও কেন্টিন এবং অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছাত্রাবাস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগার, সরকারী হাসপাতাল, মেস, শিশুসদন, আশ্রম, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, মাজার, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিসহ পরিশিষ্ট-ক এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণীভুক্ত হবে।

২.২.২। **বাণিজ্যিক গ্রাহক**

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং হস্ত চালিত/অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহসহ পরিশিষ্ট-ক এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত হবে।

২.২.৩। **শিল্প গ্রাহক**

যান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইট, সিরামিক, রিফ্র্যাক্টরিজ, সেনিটারি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনকারী, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বৃহৎ আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সহ পরিশিষ্ট-ক এর বণনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণীভুক্ত হবে।

২.২.৪। **মৌসুমী গ্রাহক**

যে সকল প্রতিষ্ঠানে বছরে বার মাস গ্যাস ব্যবহৃত না হয়ে মৌসুমী ভিত্তিতে (ছয় মাসের কম সময়) গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলো এ শ্রেণীভুক্ত হবে। মৌসুমী ইট-খোলা (অযান্ত্রিক উপায়ে চালিত) ও তামাক পাতা বিশুষ্ককরণ কারখানা, চিনি, ফল ও ফলের রস প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিসহ পরিশিষ্ট-ক এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ এ শ্রেণীভুক্ত হবে।

২.২.৫। **ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক**

যে সকল গ্রাহক নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রায়তনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস ব্যবহার করবে (পরিশিষ্ট-ক) তারা এ শ্রেণীভুক্ত হবে।

২.২.৬। **সিএনজি গ্রাহক**

যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাস-কে সংকোচন (Compress) করে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনে সরবরাহ করবে তারা এ শ্রেণীভুক্ত হবে। তবে, সিএনজি রি-ফুয়েলিং স্টেশনে কম্প্রেসর চালনার জন্য গ্যাস জেনারেটর/গ্যাস ইঞ্জিনে ব্যবহৃত গ্যাসের ট্যারিফ ক্যাপটিভ পাওয়ার রেইটে নির্ধারিত হবে (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৭। **চা-বাগান গ্রাহক**

চা-পাতা বিশুষ্ককরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজে (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর ব্যতীত) গ্যাস ব্যবহারকারী চা-বাগানসমূহ এ শ্রেণীভুক্ত হবে (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৮। **বিদ্যুৎ গ্রাহক**

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্থাপিত প্রাকতিক গ্যাস ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.৯। **সার গ্রাহক**

সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ যেখানে শুধুমাত্র ফিডষ্টক হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় (পরিশিষ্ট-ক)।

২.২.১০। **ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্য কোন গ্রাহক**

যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নতুন কোন গ্রাহক শেণী উদ্ভব হলে তাদেরকে এ নিয়মাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩। গ্যাস সংযোগ, বিভিন্ন প্রকার ফি/চার্জ, নিরাপত্তা জামানত

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের প্রক্রিয়া এবং গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীকে প্রদেয় বিভিন্ন প্রকার ফি, চার্জ, নিরাপত্তা জামানত ইত্যাদি নিম্নে উল্লিখিত হার অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। তবে এসব হার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তন ও পুননির্ধারণ করা যাবে এবং গ্রাহক-কে তা জানিয়ে দেয়া হবে।

৩.১। গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়া

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের প্রক্রিয়াকাল এবং প্রক্রিয়ার বিভিন ধাপসমূহ নিম্নরূপ হবেঃ

৩.১.১। বাণিজ্যিক গ্রাহক

(ক) **আবেদনপত্র সংগ্রহের পদ্ধতি**

১. কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কোম্পানীর ওয়েব সাইট হতে ডাউনলোড করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
২. আবেদনপত্র ফি বাবদ টাকা ৩০০/- মাত্র নির্ধারিত ব্যাংক অথবা কোম্পানার সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টার এ পরিশোধ করতে হবে।

(খ) **আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি**

সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নেবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে জমা দিতে হবে

১. আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩ (তিন) কপি সত্যায়িত ছবি।
২. জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি।
৪. টিআইএন সনদপত্র।
৫. জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসেবে দলিল/নামজারীর কাগজ (যে কোন একটি) এবং দাখিলা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ (যে কোন একটি)।
৬. ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হলে ভাড়ার চুক্তিপত্র।
৭. ভাড়াটিয়া গ্রাহক গ্যাস বিল পরিশোধে ব্যর্থ হলে এবং অবৈধ কার্যক্রমে লিপ্ত থাকলে বাড়ীর মালিক এতদসংক্রান্ দায়ভার বহন করবে মর্মে নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।
৮. প্রস্াবিত অভ্যন্রীণ পাইপ লাইনের ৪(চার) কপি নক্সা।
৯. গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বয়লার ও জেনারেটরের ন্যূনতম দক্ষতা যথাক্রমে ৮২% ও ৩৫% হতে হবে।
১০. প্রস্তাবিত স্থানে চালু/বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে গ্যাস বিপণন কোম্পানার সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র।
১১. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র।
১২. আবেদন ফি জমা বাবদ ৩০০/- টাকা জমাদানের রশিদ।
১৩. ঠিকাদার নিয়োগ পত্র।

(গ) ঠিকাদার নিয়োগে করণীয়

গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবেঃ

১. ঠিকাদারের তালিকা সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকবে।
২. কোম্পানীর ওয়েবসাইট হতে কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে কোম্পানীর অনুমোদিত ১.১ ক্যাটাগরীর ঠিকাদারের তালিকা এবং হালনাগাদ পরিচয় পত্র দেখে ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।
৩. চুক্তিমূল্যের বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৪. সকল আর্থিক লেনদেন লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে নিয়োজিত ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সংযোগ প্রদানের ধাপসমূহ

১. সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার/ কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিষ্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আবেদন পত্র গ্রহণপূর্বক রেজিষ্টারে/কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করে একটি ক্রমিক নাম্বার সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
২. কোম্পানীর প্রতিনিধি কর্তৃক ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে জরিপ কার্য সম্পন্ন করা হবে।
৩. ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে বয়লারসহ বিদেশ হতে আমদানীকৃত স্থাপনা এবং আকার/ আয়তনের ভিত্তিতে দেশীয় স্থাপনার ঘণ্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করা হবে।
৪. প্রতিষ্ঠানের দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘণ্টার কম হলে মাসিক লোডের ৫০% এবং গ্যাস ব্যবহারের সময়কাল ১৬ ঘণ্টা বা এর বেশী হলে মাসিক লোডের ৬০% হিসেবে ন্যূনতম লোড/বিল ধার্য/নির্ধারণ করা হবে।
৫. জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই পরবর্তী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরীপত্র/ অসম্মতিপত্র প্রদান করা হবে। আবেদনকারীকে মঞ্জুরীপত্রের শর্তাদি পালনের সম্মতি সূচক পত্র স্বাক্ষরপূর্বক জমা দিতে হবে।
৬. নির্ধারিত কমিশনিং ফি (বর্তমানে টাকা ১০০০.০০ + ভ্যাট) এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ৩(তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় গ্রাহককে প্রদান করবে। বর্তমান নিয়মানুসারে নিম্নোক্ত হারে জামানত নির্ধারণ হবেঃ
   ক) প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব মালিকানার জমিতে স্থাপিত হলে ৩(তিন) মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।
   খ) মালিক ব্যতিত অন্যান্য ক্ষেত্রে ৬(ছয়) মাসের মাসিক সমতুল্য গ্যাস বিল।
৭. গ্রাহক কর্তৃক চাহিদাপত্র (Demand Note) অনুযায়ী ব্যাংকে অর্থ জমাদান ও ঠিকাদার নিয়োগপূর্বক নক্সা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমা দেয়ার পর ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করা হবে।
৮. গ্রাহকের সরবরাহকৃত মালামাল দ্বারা ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ করতে হবে। গ্রাহক কর্তৃক ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ কার্য সম্পাদনের উপর কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদানের অগ্রগতির বিষয়টি নির্ভর করবে।
৯. নির্মিত পাইপ লাইনের চাপ পরীক্ষণের লক্ষ্যে ঠিকাদারকে “টেষ্ট সিডিউল“ জমা দিতে হবে।
১০. অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক চাপ পরীক্ষা করা হবে।

১১. যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্রাহক ও ঠিকাদার কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১২. গ্রাহককে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করতে হবে।
১৩. গ্রাহক কর্তৃক রাস্তা খননের অনুমতি পত্র জমা দেয়ার পর ২(দুই) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হবে।
১৪. চুক্তিপত্র সম্পাদনের পরবর্তী ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে।
১৫. সার্ভিস লাইন নির্মাণের ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ক্যাবিনেট ও প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ আরএমএস স্থাপন এবং গ্যাস সংযোগ কমিশন করা হবে।
১৬. সংযোগ প্রদানের প্রাক্কালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে মিটার কার্ড ও কমিশনিং কার্ড হস্তান্তর করা হবে।
১৭. কোম্পানী কর্তৃক গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩.১.২। শিল্প গ্রাহক

শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলি ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হল। শিল্প এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর ট্যারিফ ভিন্ন থাকাকালীন পর্যন্ত যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত গ্যাসের অংশ বিশেষ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করবে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় গ্যাস ব্যবহারের জন্য আলাদা পাইপ লাইন নির্মাণ ও মিটার স্থাপন করতে হবে।

(ক) আবেদন পত্র সংগ্রহের পদ্ধতি

১. কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানষ্টপ সার্ভিস সেন্টার/কোম্পানীর ওয়েবসাইট হতে ডাউনলোড করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করা যাবে।
২. আবেদনপত্র ফি বাবদ টাকা ৫০০/- মাত্র নির্ধারিত ব্যাংক অথবা কোম্পানার সংশ্লিষ্ট হিসাব শাখার ক্যাশ কাউন্টার এ পরিশোধ করতে হবে।

(খ) আবেদনপত্র জমাদান পদ্ধতি

সংগৃহীত আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নিম্নে বর্ণিত কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে জমাদান করতে হবেঃ

১. আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ৩(তিন) কপি সত্যায়িত ছবি।
২. জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
৩. হালনাগাদ নবায়নকৃত ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি।
৪. টিআইএন সনদপত্র।
৫. নিবন্ধনকৃত কোম্পানী হলে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অফ এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকরপোরেশন।
৬. জমির মালিকানার দালিলিক প্রমাণ হিসেবে পরচা/খতিয়ান/নামজারীর কাগজ (যে কোন একটি) এবং দাখিলা/ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের রশিদ।
৭. ভাড়াকৃত স্থানে স্থাপিত হলে জমির মালিকানার জন্য ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত দালিলিক প্রমাণাদি, ভাড়ার চুক্তিপত্র এবং আবেদনপত্র মূল মালিকের স্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।
৮. লীজকৃত জমিতে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লীজ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং ৬নং ক্রমিকে বর্ণিত দালিলিক প্রমাণাদি।

৯. ফ্যাক্টরীর লে-আউট প্ল্যান।
১০. প্রস্তাবিত অভ্যন্তরীণ পাইপ লাইনের ৪(চার) কপি নক্সা।
১১. স্থাপিতব্য গ্যাস সরঞ্জামাদির কারিগরী ক্যাটালগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। বয়লার ও জেনারেটরের ন্যূনতম দক্ষতা যথাক্রমে ৮২% ও ৩৫% হতে হবে।
১২. প্রস্ত স্থানে চালু/বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে গ্যাস বিপণন কোম্পানার সমুদয় পাওনা পরিশোধ সংক্রান্ত রাজস্ব ছাড়পত্র।
১৩. পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
১৪. আবেদন ফি জমা বাবদ ৫০০/- টাকা জমাদানের রশিদ।
১৫. ঠিকাদার নিয়োগ পত্র।

(গ) ঠিকাদারের ক্যাটাগরী নির্ধারণ

১. অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের জন্য কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ১.২ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।
২. সার্ভিস লাইন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিতরণ লাইন নির্মাণের জন্য কোম্পানীর তালিকাভুক্ত ন্যূনতম ১.৩ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগ করতে হবে।

(ঘ) ঠিকাদার নিয়োগে করণীয়

গ্যাস সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমহ অনুসরণ করতে হবেঃ

১. ঠিকাদারের তালিকা সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে ও ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত থাকবে;
২. কোম্পানীর ওয়েব সাইট হতে কিংবা সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে কোম্পানীর অনুমোদিত উপযুক্ত ক্যাটাগরীর ঠিকাদারের তালিকা ও হালনাগাদ ইস্যুকৃত পরিচয়পত্র দেখে ঠিকাদার নিয়োগ;
৩. চুক্তিমূল্যের বিষয়ে ঠিকাদারের সাথে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।
৪. সকল আর্থিক লেনদেন লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে নিয়োজিত ঠিকাদারের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীতব্য ধারাবাহিক পদক্ষেপসমূহ

১. সংশ্লিষ্ট জোন/আঞ্চলিক কার্যালয়ে অবস্থিত গ্রাহক সেবা বুথ/ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার/কার্যালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রের সাথে সংযোজিত সকল কাগজপত্র চেকলিস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আবেদন পত্র গ্রহণপূর্বক রেজিষ্টারে/কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করে একটি ক্রমিক নম্বর ও তারিখ সম্বলিত কম্পিউটারাইজড প্রাপ্তি স্বীকার পত্র আবেদনকারীকে হস্তান্তর করবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রদত্ত কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তা আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করা হবে।
২. সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধান অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকের আবেদন পত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫(পাচঁ) কার্য দিবসের মধ্যে প্রস্তাবিত কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন, জরীপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। সম্ভাব্যতা যাচাইকালে জরীপকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত বিষয়াদি নিশ্চিত করতে হবেঃ
   ক) গ্রাহকের প্রস্তাবিত বার্নার/স্থাপনার পূর্ণক্ষমতার ভিত্তিতে লোড যথাযথভাবে নিরূপণ।

খ) প্রস্তাবিত আরএমএস কারখানার প্রধান ফটকের যে কোন পার্শ্বে ১০(দশ) মিটারের মধ্যে ও সীমানা প্রাচীরের অভ্যন্তরে অনধিক ২(দুই) মিটারের মধ্যে অবস্থান এবং আরএমএস পযন্ত যাতায়াতের রাস্তা সুগম হওয়া নিশ্চিতকরণ।

গ) একই মালিকানায়/ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের একই হোল্ডিং এর মধ্যে একাধিক কারখানা পাশাপাশি স্থাপনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আরএমএস/সিএমএস নির্মাণ কিংবা একটি কেন্দ্রীয় আরএস-এর আওতাধীন মিটার স্থাপন।

ঘ) একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন গ্রাহক একাধিক রান/সাব-মিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (যেমন-শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, গৃহস্থালী ইত্যাদি) প্রদানের ক্ষেত্রে একই গ্রাহকের সাথে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা আলাদা চুক্তিপত্র সম্পাদন।

৩. বিদেশ হতে আমদানীকৃত স্থাপনা/বার্নার এর ঘন্টাপ্রতি লোড ক্যাটালগ অনুসরণক্রমে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত গ্যাস স্থাপনার পরিমাপ/আয়তনের ভিত্তিতে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুসরণক্রমে ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুনণীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম লোড নির্ধারণ করা হবে।

৪. জরীপ/সম্ভাব্যতা যাচাই উত্তর পরবর্তী ২০(বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্যাস সরবরাহের মঞ্জুরীপত্র/অসম্মতিপত্র প্রদান করা হবে। আবেদনকারীকে মঞ্জুরীপত্রের শর্তাদি পালনের সম্মতি সূচকপত্র স্বাক্ষরপূর্বক জমা দিতে হবে। মঞ্জুরীপত্রের মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মেয়াদ বর্ধিতকরণের সুযোগ থাকবে।

৫. সংশ্লিষ্ট কার্যালয় নির্ধারিত কমিশনিং ফি (বর্তমানে ভ্যাট ব্যতীত ঘণ্টা প্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুটের নিম্নে ৫,০০০/- এবং ৪০০০ ঘনফুট বা এর ঊর্ধ্বে ১০,০০০/-) এবং জামানত বাবদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত চাহিদাপত্র পরবর্তী ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে প্রদান করবে।

৬. আবেদনকারীকে চাহিদাপত্র অনুযায়ী ব্যাংকে অর্থ জমাদান করতে হবে।

৭. আবেদনকারী কর্তৃক ১.৩ ও ১.২ ক্যাটাগরীর ঠিকাদার নিয়োগ করে নক্সা দাখিল করতে হবে। নক্সায় কারখানার প্রধান ফটক, আরএমএস/সিএমএস কক্ষ, আরএমএস/সিএমএস কক্ষের প্রবেশ পথ, প্রস্তাবিত গ্যাস স্থাপনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, উৎপাদন ক্ষমতা, গ্যাস চাহিদা ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৮. জামানত জমাদানের রশিদ প্রাপ্তির ৫(পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করতে হবে এবং গ্রাহককে সার্ভিস লাইনের মালামালের প্রাক্কলন ও চাহিদাপত্র প্রদান করা হবে।

৯. আবেদনকারী কর্তৃক চাহিদাপত্র অনুযায়ী মালামালের অর্থ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাংকে জমাদান করতে হবে।

১০. আবেদনকারীকে মালামালের মল্য পরিশোধের ৫(পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে ভান্ডার হতে মালামাল প্রদান করা হবে।

১১. গ্রাহক সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হতে রাস্তা খননের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে দাখিল করবেন।

১২. নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে বিতরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সার্ভিস লাইন এবং অভ্যন্তরীণ পাইপলাইন নির্মাণ করতে হবে। অনুমোদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ লাইন মাটির উপর স্থাপন বাধ্যতামলক হবে।

১৩. কোম্পানী পাইপলাইন নির্মাণের ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে চাপ পরীক্ষা করবে।

১৪. ঠিকাদারকে "এ্যাজবিল্ট" নক্সা দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য এজবিল্ট নক্সা জমা দেয়ার পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর ডিজাইন অনুযায়ী কিছু অংশে চেইন লিংক ফেন্সিং সহযোগে বা বাহির হতে দেখা যায় এরূপ ব্যবস্থা সম্বলিত আরএমএস/সিএমএস কক্ষ নির্মাণ করতে হবে। নক্সা স্কেলে হতে হবে এবং নক্সায়

সুনির্দিষ্টভাবে স্থাপনার নাম, আকার, মডেল, প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, দেশ ও স্থাপনার ক্ষমতা উল্লেখসহ বার্ণার সংখ্যা, বানারের ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করতে হবে।

১৫. ঠিকাদার ও গ্রাহকের যৌথ স্বাক্ষরিত এজবিল্ট নক্সাসহ কার্যসমাপনী প্রতিবেদন (যথাযথভাবে পূরণকৃত) গ্রাহক বা ঠিকাদার কর্তৃক দাখিল করতে হবে। কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে উপযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন করে অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে অনুমোদন করতে হবে। অনুমোদিত নক্সা হতে স্থাপিত স্থাপনায় কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কার্যসমাপনী প্রতিবেদন দাখিলের ৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহকের উপস্থিতিতে গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হবে।

১৬. চুক্তিপত্র সম্পাদনের ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে বিতরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও সার্ভিস লাইন কমিশন করা হবে এবং একই দিনে প্রয়োজনীয় সীলকরণসহ আরএমএস স্থাপন এবং তা ক্যাবিনেট দ্বারা আবদ্ধ করা হবে।

১৭. আরএমএস/সিএমএস স্থাপনের দিনেই গ্যাস সরবরাহ চালু করা হবে।

১৮. গ্যাস সরবরাহ চালুকালে কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে মিটার কার্ড প্রদান করা হবে।

১৯. গ্যাস সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হবে।

৩.১.৩। মৌসুমী গ্রাহক

মৌসুমী শ্রেণীর (যেমনঃ ইটখোলা, চিনি, তামাক ইত্যাদি) গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানে শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৩.১.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক

ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানে শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৩.১.৫। সিএনজি গ্রাহক

সিএনজি শ্রেণীর গাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানে শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত সংযোগ পদান প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৩.১.৬। চা-বাগান গ্রাহক

চা-বাগান শ্রেণীর গাহকের গ্যাস সংযোগ প্রদানে শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের ক্ষেত্রে অনুসৃত সংযোগ প্রদান প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

৩.২। প্রাথমিক সম্মতি পত্র

যদি কোন প্রতিষ্ঠান গ্যাস সংযোগ গ্রহনের নিমিত্ত প্রাথমিক সম্মতিপত্রের জন্য আবেদন করে, সে ক্ষেত্রে ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা মাত্র আবেদনকারী কর্তৃক পরিশোধ সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রাথমিক সম্মতি/অসম্মতিপত্র প্রদান করা হবে।

৩.৩। গ্যাস সংযোগ ব্যয়

নিম্নবর্ণিত অর্থ আদায় সাপেক্ষে বাণিজ্যিক শ্রেণীর সকল গ্রাহককে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দীর্ঘ পাইপ লাইন, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের লকউইং কক, ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের সার্ভিস টি, পাইপ র‍্যাপিং ও

কোটিং সামগ্রী এবং রেগুলেটর সরবরাহ করে কোম্পানী বা কোম্পানীনিযুক্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হবে। উক্ত মালামাল ছাড়াও সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত পাইপ এবং/বা অন্যকোন মালামাল প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে এর জন্য প্রযোজ্য হারে মূল্যসহ প্রকৃত নির্মাণ ব্যয় গ্রাহক নিজে বহন করবেন।

যে কোন শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের বিতরণ লাইন নির্মাণ এবং শিল্প, মৌসুমী ও চা শিল্প গ্রাহকদের ক্ষেত্রে সার্ভিস লাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয় মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে ১৫% ওভারহেড খরচ আদায়পূর্বক গ্রাহককে কোম্পানী হতে মালামাল সরবরাহ করা হবে। বাণিজ্যিক গ্রাহক কর্তৃক প্রযোজ্য হারে অর্থ জমাদান সাপেক্ষে কোম্পানী বা তার নিযুক্ত ১.১ ক্যাটাগরী বা ১.২ ক্যাটাগরী ঠিকাদারের মাধ্যমে কোম্পানী হতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ লাইন নির্মাণ করা যাবে। শিল্প, মৌসুমী, চা বাগান এবং ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক ১.৩ ক্যাটাগরী বা ১.৪ ক্যাটাগরী ঠিকাদার নিয়োগ করে তার মাধ্যমে কোম্পানী হতে ক্রয়কৃত মালামাল দ্বারা বিতরণ এবং সার্ভিস লাইন নির্মাণ করতে হবে। সার্ভিস লাইন নির্মাণের জন্য প্রযোজ্য ব্যয় নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	মালামাল ব্যয় ৫,০০০.০০ টাকা (২০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৩ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত)। সার্ভিস লাইনের দৈর্ঘ্য ৩ মিটার এর বেশী হলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহক নিজে বহন করবেন (সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য)।
শিল্প গ্রাহক	ঃ	সার্ভিস লাইনের মালামালের ক্রয়কৃত মূল্যের উপর ১৫% ওভারহেড খরচসহ পকৃত ব্যয় + ঠিকাদারের খরচ (কোম্পানী কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী)।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
চা-বাগান	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৩.৪। প্রক্রিয়াকরণ অবস্থায় সংযোগ গ্রহণ করা না হলে সার্ভিস চার্জ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	সংযোগ ব্যয় বাবদ গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে না।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে)	ঃ	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হতে টাকা ৭,৫০০/- + ভ্যাট কর্তন করা হবে।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট ও তদুর্ধ্বে)	ঃ	নিরাপত্তা জামানত হিসাবে গ্রাহকের জমাকৃত অর্থ হতে টাকা ১০,০০০/- + ভ্যাট কর্তন করা হবে।
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ

৩.৫। নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ ও জমাদান পদ্ধতি

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ ও জমাদানের পন্থা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

৩.৫.১। বাণিজ্যিক গ্রাহক

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুযায়ী মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন)/৬ (ছয়) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী

হিসাব করে সমুদয় অর্থ নগদ (পে-অর্ডার/ডিডি আকারে) জমা দিতে হবে। গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হতে বৃদ্ধি পাবে সে তারিখের পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে নুতন হারে জামানত পুনর্নির্ধারণ করে এর চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হবে এবং তা পরবর্তী সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২ (দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলতে ষ্ট্যান্ডাড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস(ভাড়াকৃত স্থানে হলে ৬ মাস)।

৩.৫.২। <u>শিল্প গ্রাহক</u>

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩(তিন)/৬ (ছয়) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সুত্র অনুযায়ী হিসাব করে মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ পাওয়া যাবে। উক্ত জামানতের এক-তৃতীয়াংশ নগদ (ডিডি/পে-অর্ডারের মাধ্যমে) ও বাকী দুই-তৃতীয়াংশ তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫(পাচঁ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/সঞ্চয়পত্র/ সেভিংস সার্টিফিকেট/ অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে। গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হতে বৃদ্ধি পাবে সে তারিখের পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে নতুন হারে জামানত পুনর্নির্ধারণ করে এর চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হবে এবং তা পরবর্তী সর্বোচচ ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ সমান ২(দুই) কিস্তিতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘন্টা বুঝাবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ভাড়া/লীজকৃত স্থানে হলে ৬ মাস)।

৩.৫.৩। <u>মৌসুমী গ্রাহক</u>

ইটখোলা ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘন্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ৩(তিন)/৬(ছয়) মাসের এবং ইটখোলার জন্য ৫(পাঁচ) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করে মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে, যার ৫০% নগদে (ডিডি/পে-অর্ডারের মাধ্যমে) ও ৫০% তফশিলী ব্যাংকের ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/ সঞ্চয়পত্র/সেভিংস সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে। গ্যাসের ট্যারিফ বৃদ্ধি পেলে ১ (এক) মাসের মধ্যে অতিরিক্ত জামানত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = ঘন্টাপ্রতি লোড (SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘন্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM)xগ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ৩ মাস (ভাড়া/লীজকৃত স্থানে হলে ৬ মাস এবং ইটাখোলা হলে ৫ মাস)।

৩.৫.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৩.৫.৫। **সিএনজি গ্রাহক**

এ শ্রেণীর গ্রাহকের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ অনুসারে নির্ধারিত মাসিক অনুমোদিত লোডের ভিত্তিতে ২(দুই)/৩(তিন) মাসের সমপরিমাণ বিল নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী হিসাব করে মোট নিরাপত্তা জামানতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। নিরূপিত জামানতের অর্থ তফশিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ৫(পাচঁ) বছরের জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা লিয়েনে FDR/সঞ্চয়পত্র/ সেভিংস সার্টিফিকেট/অন্য কোন প্রকার গ্রহণযোগ্য বন্ড এর মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে। গ্যাসের ট্যারিফ যে তারিখ হতে বৃদ্ধি পাবে সে তারিখের পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে নতন হারে জামানত পুনঃনির্ধারণ করে এর চাহিদা পত্র গ্রাহকের নিকট সরবরাহ করা হবে এবং তদনুযায়ী গ্রাহককে পরবর্তী ৩(তিন) মাসের মধ্যে বর্ধিত জামানতের অর্থ প্রদান করতে হবে।

মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) = ঘণ্টা প্রতি লোড (SCFH)/৩৫.৩১৪৭ x দৈনিক কর্মঘণ্টা x মাসিক কার্যদিবস x ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর।

এখানে SCM বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক মিটার এবং SCFH বলতে ষ্ট্যান্ডার্ড কিউবিক ফিট/ঘণ্টা বুঝাবে।

নিরাপত্তা জামানত (টাকা) = মাসিক অনুমোদিত লোড (SCM) x গ্যাস ট্যারিফ রেইট (টাকা/ঘনমিটার) x ২ মাস (ভাড়া/লীজকৃত স্থানে হলে ৩ মাস)।

৩.৫.৬। চা-বাগান ঃ শিল্পের অনুরূপ।

৩.৬। গ্যাস লাইন কমিশনিং ব্যয়

সংযোগ কমিশনকালে গ্রাহকের স্থাপিত সরঞ্জামের লোড পরীক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট কমিশনিং কর্মকর্তা (ব্যবস্থাপক/উপ-ব্যবস্থাপক) কর্তৃক আবেদন পত্রের সাথে ঘোষিত/ক্যাটালগে উল্লিখিত লোড নিশ্চিত হয়ে কমিশনিং কার্ডে স্বাক্ষর করবেন। এ ক্ষেত্রে লোড বেশী পরিলক্ষিত হলে চুক্তি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট কমিশনিং কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন। গ্রাহকের গ্যাস সংযোগের জন্য আরএমএস/সিএমএস স্থাপনের পর বার্নার চালু করে গ্যাস সরবরাহের জন্য নিম্নে বর্ণিত হারে কমিশনিং ব্যয় আদায় করা হবেঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	টাকা ১,০০০/- + ভ্যাট।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট এর নিম্নে)	ঃ	টাকা ৫,০০০/- + ভ্যাট।
শিল্প (ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪০০০ ঘনফুট ও তদুর্দ্ধে)	ঃ	টাকা ১০,০০০/- + ভ্যাট।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

সিএনজি গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৪। গ্যাস স্থাপনা/সরঞ্জামের লোড এবং বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ

সঠিকভাবে আরএমএস ডিজাইন, ন্যূনতম গ্যাস বিল ও জামানতের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে যে কোন শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের প্রস্তাবিত/ স্থাপিত গ্যাস স্থাপনার সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ঘণ্টাপ্রতি লোড নির্ধারণ করতে হবে। যে সকল গ্যাস স্থাপনা বিদেশ হতে আমদানী করা হবে সে সকল স্থাপনার ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক তার ভিত্তিতে এবং দেশীয় প্রযুক্তিতে প্রস্তুতকৃত স্থাপনার ক্যাটালগ স্বীকৃত/উপযুক্ত সংস্থা কর্তৃক নিশ্চয়কৃত হলে তা যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক এর ভিত্তিতে অথবা বিভিন্ন ধরনের স্থাপনার আকার/আয়তনের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করে তদনুযায়ী ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে লোড নির্ধারণ করা না গেলে নিম্নে বর্ণিত গ্যাস স্থাপনার ক্ষেত্রে সারণীতে প্রদর্শিত পদ্ধতি মোতাবেক ঘণ্টাপ্রতি লোড এবং বহির্গমন চাপ নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১। স্থাপনার ভূমির ক্ষেত্রফলের উপর ভিত্তি করে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ

ক্রমিক নং	কারখানার ধরন	গ্যাস স্থাপনার ধরন	প্রতি বর্গফুট অভ্যন্তরীণ ভূমির ক্ষেত্রের জন্য ন্যূনতম লোড	বহির্গমন চাপ (Psig)
১।	রি-রোলিং মিল	ক) পুশার ফার্নেস খ) ব্যাচ ফার্নেস গ) গ্যাস কাটার	২৫/৩০* **SCFH** ৩০/৩৫** **SCFH** ন্যূনতম ২০০ **SCFH**	১৫
২।	সিলিকেট কারখানা	ক) আয়তাকার ফার্নেস খ) বয়লার	৩০ **SCFH** (ন্যূনতম ৩,৫০০ **SCFH**) বয়লারের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণের পদ্ধতি অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ-৪.৪)।	১৫
৩।	কাঁচ কারখানা (ভগ্নকাঁচ গলিয়ে কাঁচের সামগ্রী তৈরীর ক্ষেত্রে)	ক) ট্যাংক ফার্নেসঃ ক.১) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০-৭৫ বর্গফুট ক.২) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ৮৩-১০০ বর্গফুট ক.৩) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১২-১৫০ বর্গফুট ক.৪) অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৭০-২০০ বর্গফুট খ) লেহার ভাট্টি গ) রোশা ভাট্টি ঘ) বেলন ভাট্টি ঙ) কুলিম্যান (৬টি কুলিম্যানের বিপরীতে সার্বক্ষণিক ভাবে একটি কুলিম্যানের লোড বিবেচনা করতে হবে)	 ৬০ **SCFH** ৫৫ **SCFH** ৫০ **SCFH** ৪৫ **SCFH** ন্যূনতম ৬০০ **SCFH** ন্যূনতম ১,০০০ **SCFH** ন্যূনতম ২০০ **SCFH** ন্যূনতম ২০০ **SCFH**	১৫
৪।	বিস্কুট কারখানা	ক) তন্দুর খ) ওভেন	২ **SCFH** (ন্যূনতম ২০০ **SCFH**) ন্যূনতম ৭৫ **SCFH**	১/৩

বিঃ দ্রঃ * **পুশার ফার্নেস** ঃ- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৮৯ বর্গফুট বা তার উর্ধ্বে এবং ১৫৭ বর্গফুট বা এর নীচে হলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ২৫ এবং ৩০ **SCFH**। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১৫৮ বর্গফুট হতে ১৮৮ বর্গফুট পর্যন্ত ৪,৭০০ **SCFH**।

** **ব্যাচ ফার্নেস** ঃ- অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১১৭ বর্গফুট বা তার উর্ধ্বে এবং ৯৯ বর্গফুট বা এর নীচে হলে প্রতি বর্গফুট ক্ষেত্রের জন্য যথাক্রমে ৩০ এবং ৩৫ **SCFH**। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রফল ১০০ বর্গফুট হতে ১১৬ বর্গফুট পর্যন্ত ৩,৫০০ **SCFH**।

৪.২। স্থাপনার আয়তনের ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমন চাপ নির্ধারণ

ক্রমিক নং	কারখানার ধরণ	গ্যাস স্থাপনার ধরন	প্রতি ঘনফুট অভ্যন্তরীণ আয়তনের জন্য ন্যূনতম লোড (SCFH)	স্থাপনাভিত্তিক ন্যূনতম লোড (SCFH)	বহির্গমন চাপ (Psig)
১।	চুন কারখানা	ফার্নেস (সনাতনী)	৪.৭	২০০০	১৫
		ফার্নেস (আধা-স্বয়ংক্রীয়)	২.০	২০০০	১৫
২।	ডাইং এবং প্রিন্টিং কারখানা	ক) ষ্ট্যান্টার মেশিন (প্রতি চেম্বার) খ) জিগার গ) পানি গরম পাত্র ঘ) ষ্টীম পাত্র ঙ) প্রিন্টিং টেবিল (প্রতি ১০ ফুট)	প্রযোজ্য নয় প্রযোজ্য নয় ৪ ৭ প্রযোজ্য নয়	৩০০ ১৫০ ১০০ ৭৫ ২৫	৫/১০/১৫
৩।	হিটট্রিটমেন্ট ও গ্যালভা-নাইজিং	ক) ষ্টীল এ্যানেলিং ফার্নেস খ) গ্যালভানাইজিং ফার্নেস গ) এ্যালুমিনিয়াম তাপাই ভাট্টি	২৫ প্রযোজ্য নয়	১,০০০ ৩০০ ৮০০	১০/১৫
৪।	লবণ কারখানা	আয়তাকার ট্যাংক হিটিং	১০	৩০০	১০

৪.৩। গ্যাস স্থাপনার ধারণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড ও বহির্গমণ চাপ নির্ধারণ

ফার্নেসের ধরন	ফার্নেসের নেট ধারণক্ষমতা (ব্যাস²x উচ্চতা ÷ A*) কেজি	ন্যূনতম ঘণ্টাপ্রতি লোড (SCFH)			বহির্গমণ চাপ (Psig)
		এ্যালুমিনিয়াম	কাষ্ট আয়রন	পিতল	
ক্রুসিবল	৩০১-৪০০	১,১০০	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	১০/১৫
	২৫১-৩০০	৯০০	ঐ	ঐ	
	২০১-২৫০	৮০০	১,৬০০	৮০০	
	১৫১-২০০	৭০০	১,৪০০	৭০০	
	১৪১-১৫০	৬৫০	১,২০০	৬৫০	
	১৩১-১৪০	৬৫০	১,০০০	৬৫০	
	১০১-১৩০	৬০০	৮৫০	৬০০	
	৭১-১০০	৬০০	৭৫০	৬০০	
	৫১-৭০	প্রযোজ্য নহে	৬৫০	৫৫০	
	৪১-৫০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৫০০	
	৩১-৪০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৪৫০	
	২১-৩০	ঐ	প্রযোজ্য নহে	৪০০	

* A-এর মান এ্যালুমিনিয়াম, কাস্ট আয়রন ও পিতলের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩৯, ১৪ ও ১২.২২। ব্যাস ও উচ্চতা-এর একক ইঞ্চিতে প্রকাশিত।

৪.৪। বয়লার ও জেনারেটরের ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ

বয়লার ও জেনারেটরের ক্যাটালগ যথাযথভাবে পরীক্ষণপূর্বক তার ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করা হবে। ক্যাটালগ পাওয়া না গেলে বয়লারের ক্ষেত্রে প্রতি কেজি সমতুল্য বাষ্প ক্ষমতার জন্য ৩ (তিন) SCF এর ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করা হবে এবং জেনারেটরের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ১২(বার) SCF এর ভিত্তিতে ঘণ্টা প্রতি লোড নির্ধারণ করা হবে ।

বিঃ দ্রঃ ১। অনুচ্ছেদ ৪.১ হতে ৪.৪ এ বর্ণিত স্থাপনার বাইরে যে কোন স্থাপনার লোড নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাপ সঞ্চালন ও তাপ গতি বিদ্যার তত্ত্বসমূহ প্রয়োগ করে স্থাপনার লোড নির্ধারণ করা হবে।

২। রি-রোলিং, সিলিকেট, কাঁচ, চুন, সিরামিক এবং এ্যানেলিং ফার্নেসের ঘণ্টাপ্রতি লোড ১০০ এর এবং লবণ কারখানার ঘণ্টাপ্রতি লোড ৫০ এর গুণিতক হিসাবে নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫। Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপণ

নিম্নবর্ণিত সমীকরণের মাধ্যমে Atmospheric Burner এর ক্ষমতা নিরূপন করা হবেঃ

$$Q = 1658.5 \times K \times A\sqrt{\frac{h}{G}} \quad \text{................................} \quad (১)$$

যেখানে,

Q = Discharge in SCFH
A = Area of orifice in square inches
h = Differential Pressure in inches of water column
G = Specific Gravity of gas using air at 1.0
K = Coefficient of discahrge

৪.৬। চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক (ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর) নির্ধারণ

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হয় তার ধরন/প্রক্রিয়া এর উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী/উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের মাসিক লোড নির্ধারণ, নিরাপত্তা জামানতের হিসাব ও মাসিক ন্যূনতম দেয় নিরূপণের লক্ষ্যে চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

৪.৬.১। **বাণিজ্যিক গ্রাহকঃ** বাণিজ্যিক শ্রেণীর/উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন/প্রক্রিয়ার আলোকে চালনা ধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৪.৬.২। **শিল্প গ্রাহকঃ** এ শ্রেণীর/উপশ্রেণীর আওতাভুক্ত গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের ধরন/প্রক্রিয়ার আলোকে চালনা ধাঁচ এবং বিচ্যুতি গুণনীয়ক পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৪.৬.৩। **মৌসুমী গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৪.৬.৪। **ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৪.৬.৫। **সিএনজি গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৪.৬.৬। **চা বাগান গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৫। মিটার রিডিং গ্রহণ, বিল প্রস্তুতকরণ ও গ্রাহক বরাবরে প্রেরণ

৫.১। মিটার রিডিং গ্রহণ

বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, মৌসুমী এবং চা-বাগান শ্রেণীর সকল গ্রাহকের মিটার রিডিং প্রতি মাসের শেষ ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে। মিটার রিডিং গ্রহণকালীন সময়ে মিটার সচল না বিকল তা মিটার রিডিং গ্রহণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। মিটার বিকল সনাক্তকরণের পরবর্তী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে তা প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ ছাড়াও সঠিকভাবে গ্যাস বিল প্রণয়নের লক্ষ্যে মিটার বিকলের বিষয়টি বিল প্রণয়নকারী বিভাগকে যথা সময়ে অবহিত করতে হবে। মিটারে ইভিসি স্থাপিত থাকলে চারমাস পর পর ডাটা ডাউনলোড করে ডাউনলোডকৃত তথ্যের ভিত্তিতে গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ করতে হবে।

৫.২। বিল প্রস্তুতকরণ

৫.২.১। মিটার সচল অবস্থায় বিল প্রণয়ন

বিল প্রণয়নের জন্য কোম্পানীর মিটার রিডিং গ্রহণকারী শাখা বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগে মিটার রিডিং পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবে। বিল প্রণয়নকারী শাখা/বিভাগ কর্তৃক রিডিং সাইকেল অনুযায়ী সংগৃহীত মিটার রিডিং এর ব্যবধানকে চাপ শুদ্ধি গুণনীয়ক এবং তাপমাত্রা গুণনীয়ক (১৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বিবেচনায়) ১ (এক) দ্বারা গুণ করে আদর্শ আয়তন হিসাবে গ্যাস ব্যবহার নিরূপণ করতে হবে। প্রকৃত গ্যাস ব্যবহার এবং মাসিক ন্যনতম লোডের মধ্যে যা অধিক হবে তাকে গ্যাসের ট্যারিফ রেইট দ্বারা গুণ করে গ্যাস বিল প্রণয়ন করা হবে। চাপ শুদ্ধিগুণক নিম্নোক্ত রাশিমালার মাধ্যমে নির্ণীত হবেঃ

$$\text{চাপ শুদ্ধিগুণক} = \frac{\text{পিএসআইজি এককে গ্যাস সরববরাহ চাপ} + ১৪.৭৩}{১৪.৭৩}$$

এখানে, ১৪.৭৩ Psia = Base Pressure = Atmospheric Pressure

উন্নততর কম্পিউটারাইজড মিটারিং ব্যবস্থার সুযোগ থাকলে সে সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অবস্থায় গ্যাস ব্যবহার পরিমাপ করে বিল প্রণয়য়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিঃদ্রঃ - কোন কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ করা না গেলে বিগত ৩(তিন) মাসের গড়ের ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে।

৫.২.২। মিটার বিকলকালীন বিল প্রস্তুতকরণ

৫.২.২.১। অপারেশন/কারিগরী কারণে মিটার বিকল হলে এবং বিকলের ৩ মাস পূর্ব হতে বিকল মিটার অপসারণ পূর্ববর্তী সময়ে লোড অপরিবর্তীত থাকলে সে ক্ষেত্রে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী তিন মাসের বিলকৃত গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ের গ্যাস বিল প্রণাত হবে। তবে মিটার বিকলের পূর্ববর্তী তিন মাসের বিলকৃত ব্যবহার পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ে সাময়িক বিল প্রণয়ণ করা হবে। অতপর মিটার পরিবর্তন পরবর্তী তিন মাসের (লোড অপরিবর্তীত থাকলে) বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিল প্রণয়ন করে পূর্বের প্রণীত বিল সমন্বয় করা হবে। শিল্প ও ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ চালুর ১২ মাসের মধ্যে মিটার বিকলের জন্য বিকল পূর্ববর্তী ৩ মাসের প্রকৃত গড় ব্যবহার ভিত্তিতে এবং ১২ মাসের পরবর্তী সময়ে মিটার বিকলের জন্য বিকল পূর্ববর্তী ৩ মাসের গড় ও মাসিক ন্যূনতম লোডের মধ্যে যা অধিক হবে তার ভিত্তিতে গ্যাস বিল প্রণীত হবে।

৫.২.২.২। মিটার বিকলকালে লোড পুনর্নির্ধারিত হলে অথবা অননুমোদিত/অনুমোদনাতিরিক্ত স্থাপনা ব্যবহারের কারণে মিটার বিকল হলে সে ক্ষেত্রে বিকল মিটার পরিবর্তন পরবর্তী পুনর্নির্ধারিত লোডের বিপরীতে ৩ (তিন) মাসের বিলকৃত গড় গ্যাস ব্যবহারের ভিত্তিতে বিকলকালীন সময়ের বিল প্রণীত হবে। তবে মিটার বিকলকালে অনুমোদিত লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ে সাময়িক বিল প্রণয়ণ করা হবে। মিটার পরিবর্তন পরবর্তী তিন মাসের (পুনর্নির্ধারিত লোডে) বিলকৃত গড় ব্যবহারের ভিত্তিতে চড়ান্ত বিল প্রণয়ন করে পূর্বের প্রণীত বিল সমন্বয় করা হবে। বিকল মিটার পরিবর্তনের পর পুনর্নির্ধারিত লোডের বিপরীতে তিন মাসের বিলকৃত ব্যবহার পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের বিপরীতে বিকল পূর্ববর্তী ৩ মাসের বিলকৃত গড় ব্যবহার ও পুনর্নির্ধারিত লোডের গুণফলকে অনুমোদিত লোড দ্বারা ভাগ করে প্রাপ্ত ব্যবহারের ভিত্তিতে মিটার বিকলকালীন সময়ের গ্যাস বিল প্রণীত হবে।

৫.৩। বিল প্রেরণ

সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে এবং সিএনজি শ্রেণীর গ্রাহকের প্রতিমাসের বিল পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করা হবে। কোন কারণে গ্রাহক সময়মত বিল না পেলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে ডুপ্লিকেট বিল সংগ্রহ করতে পারবে।

৫.৪। আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ

কোম্পানী কর্তৃক গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস সরবরাহ করা হবে এবং আরএমএস/সিএমএস এর মালিকানা কোম্পানীর থাকবে। গ্রাহককে আরএমএস/সিএমএস এর ভাড়া গ্যাস সরবরাহকালীন সময়ে প্রদান করতে হবে এবং উক্ত ভাড়া নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হবেঃ

আরএমএস/সিএমএস এর ক্রয়কৃত মূল্যের সাথে ১০% হারে ওভারহেড যোগ করলে যে অংক দাড়াবে তাকে ৮৪ দ্বারা ভাগ করে মাসিক আরএমএস/সিএমএস ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। প্রতিমাসের গ্যাস বিলের সাথে উক্ত ভাড়া গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে। লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ (৭ বছর) জনিতকারণে আরএমএস/সিএমএস সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক প্রতিস্থাপন করা হলে, আরএমএস/সিএমএস এর মাসিক ভাড়া আগের নিয়মে পুনর্নির্ধারণ করা হবে।

কোম্পানী নিজ ব্যয়ে প্রতি বছরে ন্যূনতম একবার আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং গ্রাহকের আবেদনক্রমে আরএমএস/সিএমএস রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হলে প্রতিবারে গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর অনুকূলে টাকা ৫০০০.০০(পাঁচ হাজার মাত্র) জমাদান করতে হবে।

৫.৫। রাজস্ব আদায়

গ্রাহকের সাথে কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত/এ নিয়মাবলীর আলোকে গ্রাহকের নিকট হতে গ্যাস বিল, বকেয়া বিলের উপর সারচার্জ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিল, নিরাপত্তা জামানত, ইত্যাদি পাওনা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫.৬। বিল পরিশোধের সময়সীমা

সিএনজি ব্যতীত অন্যান্য গ্রাহকদের ক্ষেত্রে মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হতে (যা বিলে উল্লেখ থাকবে) পরবর্তী ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে এবং সিএনজি শ্রেণীর গ্রাহকদের মাসিক বিল ইস্যু করার তারিখ হতে (যা বিলে উল্লেখ থাকবে) পরবর্তী ১০ (দশ) দিনের মধ্যে কোন প্রকার সারচার্জ ছাড়াই বিল পরিশোধ করা যাবে। বিল পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ সরকারী ছুটির দিন হলে পরবর্তী কার্য দিবসে বিল পরিশোধ করা যাবে।

৫.৭। মাসিক ন্যূনতম দেয় বিল (মিনিমাম চার্জ)

গ্যাস সংযোগ প্রদানের পর গ্যাস বিক্রয় চুক্তিনামা/এ নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহকের জন্য মাসিক বরাদ্দকৃত গ্যাস অব্যবহৃত থাকলে কোম্পানী কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মূলধন যথাসময়ে ফেরত প্রাপ্তির লক্ষ্যে মাসিক লোডের একটি নির্দিষ্ট অংশ ন্যূনতম লোড নির্ধারণ করে এর ভিত্তিতে বিল (ন্যূনতম বিল) আদায়ের নিয়ম প্রচলিত আছে। অর্থাৎ ন্যূনতম লোড অপেক্ষা গ্রাহকের গ্যাস ব্যবহার কম হলে সে ক্ষেত্রে ন্যূনতম হারে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে গ্রাহক বাধ্য থাকবে। নিম্নে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের ন্যূনতম দেয় নির্ধারণের পদ্ধতি বর্ণিত হ'লঃ

৫.৭.১। **বাণিজ্যিক গ্রাহক**

দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ১৬ ঘণ্টার নিম্নে হলে ন্যূনতম লোড মাসিক অনুমোদিত লোডের ৫০% এবং ১৬ ঘণ্টা বা ঊর্ধ্বে হলে ৬০% হবে। গ্যাস বিক্রয় সংক্রান্ত চুক্তিনামার ফোর্সমেজিউর অনুচ্ছেদে বিবৃত কারণসমূহের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না। এ ছাড়া লে-অফ/লকআউটজনিত কারণে গ্যাস ব্যবহার বন্ধ রাখা হলে নিম্নেবর্ণিত শর্তসমূহ গ্রাহক কর্তৃক পূরণ করা হলে গ্যাস ব্যবহার বন্ধকালীন সময়ের জন্য ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না।

শর্তসমূহঃ

ক) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি নির্ধারিত আবেদন পত্রের মাধ্যমে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট জানাতে হবে।

খ) লে-অফ/লকআউটকালীন সময়ে গ্রাহক কোনভাবেই গ্যাস ব্যবহার করবে না। যদি প্রমাণিত হয় যে লে-অফ/লকআউট ঘোষণার সময়কালে গ্যাস ব্যবহার হয়েছে তবে গ্রাহক ন্যূনতম দেয় হতে অব্যাহতি পাবে না।

গ) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট অবহিতকরণের দিন হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

ঘ) লে-অফ/লকআউট ঘোষণার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট আবিকা/জোন প্রধানের নিকট আবেদনপত্রের মাধ্যমে অবহিতকরণের পর সংশ্লিষ্ট জোন/আবিকা প্রধান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনপূর্বক ইনলেট/আউটলেট ভালভ বন্ধ করে সীল করার ব্যবস্থা করবে এবং যৌথভাবে মিটার পাঠ লিপিবদ্ধ করে উহাতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করবে।

ঙ) লে-অফ/লকআউট প্রত্যাহার করার বিষয়টি গ্রাহক কর্তৃক কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে লিখিতভাবে অবহিতকরণের পর পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শনক্রমে আরএমএস এ অবৈধ হস্তক্ষেপ কিংবা গ্যাস ব্যবহার না করার বিষয়টি নিশ্চিত করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় গ্যাস সরবরাহ চালু করার ব্যবস্থা করবে।

৫.৭.২। **শিল্প গ্রাহক**

ক) শিল্প শ্রেণীভুক্ত গ্রাহকের গ্যাস লাইন কমিশনের পরবর্তী ১২ মাস প্রকৃত মিটার রিডিং এর ভিত্তিতে বিল প্রণয়ন করা হবে। অর্থাৎ উক্ত সময়ে কোন ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না। তবে উক্ত সময়ে গ্রাহক গ্যাস কারচুপির সাথে সম্পৃক্ত হলে বা অননুমোদিত/অনুমোদন অতিরিক্ত গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার করলে অনুচ্ছেদ ৭.২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং অবশিষ্ট সময়ের জন্য প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে গ্যাস বিল পরিশোধের সুযোগ রহিত হবে।

খ) গ্যাস লাইন কমিশনিং পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে বকেয়ার কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে সেক্ষেত্রে সংযোগ বিচ্ছিন্নকালীন সময় অন্তর্ভুক্ত করে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ হতে ১২ মাস প্রকৃত ব্যবহারভিত্তিক বিল পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হবে।

গ) বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়সমূহ এখানেও প্রযোজ্য হবে।

৫.৭.৩। **মৌসুমী গ্রাহক**

বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য প্রযোজ্য বিষয়সমূহ ছাড়াও নিম্নেবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রযোজ্য হবেঃ

ক) মৌসুম অতিবাহিত হওয়ার পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকাকালীন সময়ে ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না।

খ) মৌসুম বহির্ভূত সময়ে আইসক্রীম কারখানা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্লান্টের মাসিক লোড প্রতি বছরে গ্রাহকের আবেদনক্রমে অনধিক ৩ মাসের জন্য সর্বোচ্চ ৫০% হ্রাস করা যাবে। এ ক্ষেত্রে লোড হ্রাস/বৃদ্ধি ফি প্রযোজ্য হবে না।

৫.৭.৪। **চা বাগান গ্রাহক**

গ্রাহকের আবেদনক্রমে গ্যাস সংযোগ সাময়িক বিচ্ছিন্নকালীন সময়ে ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না। ন্যূনতম লোড পূর্ববর্তী পঞ্জিকা বর্ষের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশ। শুধুমাত্র প্রথম বছরের জন্য মাসিক অনুমোদিত লোডের এক-তৃতীয়াংশ হবে। তবে গ্রাহকের আবেদনক্রমে চা-বাগানের গ্যাস সংযোগ সাময়িক বন্ধের ক্ষেত্রে সংযোগ বন্ধের পূর্ববর্তী ৩ মাসের গড় গ্যাস ব্যবহারের এক-তৃতীয়াংশ পরবর্তী পঞ্জিকা বর্ষের ন্যূনতম দেয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

৫.৭.৫। **ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৫.৭.৬। **সিএনজি গ্রাহক**

সিএনজি শ্রেণীর ক্ষেত্রে ন্যূনতম দেয় প্রযোজ্য হবে না। তবে কোন সিএনজি স্টেশনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে/গ্যাস ইঞ্জিনে ব্যবহৃত গ্যাসের জন্য ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর নিয়ম প্রযোজ্য হবে। একই মিটারের মাধ্যমে কম্প্রেসর এবং যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্যাস ইঞ্জিনে গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিটার দ্বারা রেকর্ডকৃত গ্যাস ব্যবহারকে ক্যাটালগ অনুযায়ী কম্প্রেসর ও গ্যাস ইঞ্জিনে সর্বোচ্চ গ্যাস চাহিদার সম অনুপাতে বিভাজন করে নিয়মানুযায়ী গ্যাস বিল প্রণীত হবে।

৫.৭.৭। **ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটর**

বিদ্যুৎ বিতরণকারী কোম্পানির বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নকালে ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর

ক) এই জেনারেটরের ক্ষমতা বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানির অনুমোদিত বৈদ্যুতিক লোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

খ) ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটরের জন্য স্বতন্ত্র আরএমএস/সিএমএস ও অভ্যন্তরীণ লাইন স্থাপন করতে হবে।

গ) ষ্ট্যান্ডবাই জেনারেটর এর ক্ষেত্রে ন্যূনতম চার্জ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু গ্যাস ব্যবহার মাসিক অনুমোদিত লোডের তুলনায় বেশী হলে সার্বক্ষণিক জেনারেটরের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচের ভিত্তিতে যে সময় হতে অতিরিক্ত ব্যবহার গোচরীভূত হবে সে সময় হতে ন্যূনতম দেয় (মিনিমাম চার্জ) প্রযোজ্য হবে।

৫.৮। বকেয়া গ্যাস বিলের ওপর সুদ/সারচার্জের হার

সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বিল পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ অতিক্রম করার পর হতে বিল পরিশোধের তারিখ পযন্ত সময়ের জন্য বার্ষিক ১২% হারে সারচার্জ পরিশোধ করতে হবে।

৬। গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন

৬.১। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের আঙ্গিনা কোম্পানীর নিজস্ব কর্মকর্তা অথবা মনোনীত প্রতিনিধি/প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত সময়সীমার মধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। গ্রাহকদের মাসিক মিটার রিডিং গ্রহণকালেও পরিদর্শন কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ ১ (এক) বছরে ন্যূনতম একবার।
শিল্প গ্রাহক	ঃ যে সকল গ্রাহকদের ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট বা এর উর্ধ্বে

		তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ২(দুই) মাসে ন্যূনতম একবার।
শিল্প গ্রাহক	ঃ	যে সকল গাহকদের ঘণ্টাপ্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুটের নিম্নে তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৪(চার) মাসে ন্যূনতম একবার।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	প্রতি মৌসুমে ন্যূনতম দু'বার।
চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	মৌসুমীর অনুরূপ।
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	শিল্পের অনুরূপ।

৬.২। মিটারে ইভিসি স্থাপিত থাকলে প্রতি চার মাস অন্তর ডাটা ডাউনলোডপূর্বক গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ করতে হবে।

৬.৩। পরিচয়পত্রসহ কোম্পানীর বৈধ প্রতিনিধি পরিদর্শনে গেলে গ্রাহক তাকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকবে। গ্রাহক বাধা প্রদান করলে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ গ্যাস আইন ২০১০ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৬.৪। মিটার রিডিং বইতে/পরিদর্শন প্রতিবেদনে কোম্পানীর মনোনীত প্রতিনিধি এবং গ্রাহক/গ্রাহক পতিনিধিকে যৌথ স্বাক্ষর করতে হবে। মিটার রিডিং বই/পরিদর্শন প্রতিবেদনে গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি স্বাক্ষর না করলে পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যাবলি রেজিষ্টার ডাকযোগে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।

৭। **অতিরিক্ত বিল, জরিমানা এবং আরএমএস/সিএমএস এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়**

৭.১। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার

অনুমোদিত গ্যাস স্থাপনার মাধ্যমে নির্ধারিত মাসিক লোডের অতিরিক্ত গ্যাস ব্যবহার করা যাবে না। অনুমোদিত মাসিক লোড হতে বেশী হারে গ্যাস ব্যবহার করা হলে গ্যাস আইন, ২০১০ এর ১২(২) ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৭.২। গ্যাস কারচুপি/অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনার জন্য অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্য

৭.২.১। **বাণিজ্যিক গ্রাহক**

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুর্ননির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী/উল্টোভাবে মিটার স্থাপন অথবা মিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনর্সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে

পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসেবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) সরবরাহ লাইন হতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করে তার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারণে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পরিদর্শনের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ) রেগুলেটর/রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/re-set করে নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/ নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসেবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যা অধিক তার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্ক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল এবং ০৩(তিন) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

রেগুলেটরে হস্ক্ষেপ না করে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল আদায়যোগ্য হবে।

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার

প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হতে শুরু করে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন

(১) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(২) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ১ বছর) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসেব করে অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৭.২.২। শিল্প গ্রাহক (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুটের নিচে)

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচিছন্ন/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুর্ননির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনর্সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসাবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) সরবরাহ লাইন হতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করে তার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারনে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পরিদর্শনের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ) রেগুলেটর/রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/re-set করে নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসেবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা

প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যা অধিক তার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল এবং ০১(এক) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহারজনিত কারণে সংশোধিত বিল আদায়যোগ্য হবে।

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার

প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হতে শুরু করে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন

(১) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/ প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং নিধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(২) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ সময় (সর্বোচ্চ ৪ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করে অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে পুননির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৭.২.৩। শিল্প গ্রাহক (ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও এর উর্ধ্বে)

(ক) মিটার বাইপাস বা প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচিছন্নকরণের তারিখ পর্যন্ (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুর্ননির্ধারিত মাসিক লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(খ) মিটারে অবৈধ হস্ক্ষেপ বা বিপরীতমুখী মিটার স্থাপন অথবা মিটারের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হস্ক্ষেপ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনর্সংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে গ্যাস কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/মিটার সীলকরণ/মিটার পরিবর্তনের তারিখ পর্যন্ সময়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোড হিসেবে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ২ (দুই) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) সরবরাহ লাইন হতে অবৈধ সংযোগ স্থাপন করে গ্যাস ব্যবহার

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসেব করে তার ভিত্তিতে গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঘ) গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কোন শর্ত ভঙ্গের কারনে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণের পর অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পরিদর্শনের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

(ঙ) রেগুলেটর/রেগুলেটরের চাপ অননুমোদিতভাবে বা অবৈধভাবে পুনঃস্থাপন/re-set করে নির্ধারিত চাপের অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার

পূর্বে চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের (সীল সঠিক পাওয়া গেলে) তারিখ হতে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/অনুমোদিত চাপে পুনঃসেটকরণপূর্বক রেগুলেটর সীলকরণ/ নিয়মিতকরণের সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে হিসেবকৃত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম লোড এবং সর্বোচ্চ চাপের ভিত্তিতে নির্ণেয় প্রকৃত গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে যা অধিক তার ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

গ্রাহক কর্তৃক রেগুলেটরে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল এবং ০১(এক) মাসের সংশোধিত বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ না করে অনুমোদিত চাপের চেয়ে অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার পরিলক্ষিত হলে সর্বশেষ চাপ সেটকরণ/রেগুলেটর সীলকরণ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ হতে উচ্চচাপে গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং সনাক্তকরণের তারিখ হতে অনুমোদিত চাপে পুনঃসেট করে রেগুলেটর সীলকরণ/চাপ নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত অধিক চাপে গ্যাস ব্যবহার জনিত কারণে সংশোধিত বিল আদায়যোগ্য হবে।

(চ) অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার

প্রতিষ্ঠানের সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুযায়ী মাসিক লোড ও ন্যূনতম মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণ করে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশন হতে শুরু করে অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা/বার্ণার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময়ের (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত পুনর্নির্ধারিত ন্যূনতম মাসিক লোডের ভিত্তিতে গ্যাস বিল সংশোধন করে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(ছ) পরিত্যক্ত রাইজার হতে অননুমোদিত বা অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করে গ্যাস ব্যবহার

ইতঃপূর্বে সম্পাদিত পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত ঘণ্টা প্রতি লোড ও সংযোজিত ঘন্টা প্রতি লোডের মধ্যে যা অধিক হবে সে লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) লাইসেন্সীর অনুমতি ব্যতীত গ্যাস লাইন স্থাপন

(১) গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক হতে অবৈধ পন্থায় গ্যাস আহরণের নিমিত্ত কোন লাইন স্থাপন বা গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করা হলে

সংশ্লিষ্ট গ্যাস লাইনের নির্মাণ/কমিশনিং/পূর্বের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের তারিখ হতে অবৈধ সংযোগ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ৬ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের জন্য সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোড এবং প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী গ্যাস বিল এবং নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ৩ (তিন) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(২) যে উদ্দেশ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। ইতঃপূর্বে কোম্পানীর কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন/গ্যাস লাইন পুনসংযোগ/সরঞ্জাম বর্ধিতকরণ/কমিশনের তারিখ হতে ব্যবসার ধরন পরিবর্তন সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার পাওয়া যাবে তার জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়কের ভিত্তিতে মাসিক লোড হিসাব করে অনুমোদিত মাসিক লোড অপেক্ষা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৭.২.৪। **মৌসুমী গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৭.২.৫। **ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক**

(ক) শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

(খ) ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালী কাজে বা চা বাগান/মৌসুমী/সিএনজি স্টেশন/শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হলে

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার/সরঞ্জামের ঘণ্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/লোড বর্ধিতকরণের তারিখ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ/গ্যাস লাইন পুনসংযোগের তারিখ হতে শুরু করে কারচুপি সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং শিল্প/মৌসুমী/ সিএনজি স্টেশন/চা বাগান শ্রেণীর জন্য ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুটের নিচে সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও

এর ঊর্ধ্বে সবোচ্চ ২ (দুই) মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণ এর তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৭.২.৬। **সিএনজি গ্রাহক**

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (চ) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

(খ) **অনুমোদিত সংখ্যার অতিরিক্ত বা অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস সরঞ্জাম স্থাপনপূর্বক গ্যাস ব্যবহার**

সিএনজি শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক মিটার কারচুপির সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত স্থাপনা/উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্প্রেসর সংযোজন করা হলে সর্বশেষ পরিদর্শন (অনিয়ম পাওয়া না গেলে)/গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ হতে শুরু করে অবৈধ কার্যকলাপ সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্তত (সর্বোচ্চ ২ মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্তত নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা নির্ধারণ করা হবেঃ

অনুমোদিত ও অতিরিক্ত সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের আনুপাতিক হারে মাসিক গ্যাস ব্যবহারকে বিভাজন করে যে সকল মাসের গ্যাস ব্যবহার অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর কম হবে সে সকল মাসের গ্যাস বিল উক্ত ধার্যকৃত অতিরিক্ত মাসিক লোডের ৬০% এর ভিত্তিতে সংশোধন করে সংশোধিত বিল এবং মোট সংযোজিত ঘণ্টা প্রতি লোডের ভিত্তিতে মাসিক লোড অনুযায়ী ১৫ দিনের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(গ) **সিএনজি শ্রেণীভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে বাণিজ্যিক বা গৃহস্থালী কাজে বা চা বাগান/মৌসুমী/শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার করা হলে**

গ্যাস সংযোগ অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নযোগ্য হবে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের সময় প্রাপ্ত বার্নার/সরঞ্জাম-এর ঘণ্টা প্রতি লোড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য চালনাধাঁচ ও বিচ্যুতি গুণনীয়ক অনুসারে মাসিক লোড নির্ধারণপূর্বক উক্ত লোডের ভিত্তিতে গ্যাস লাইন কমিশনিং এর তারিখ/লোড বর্ধিতকরণের তারিখ/সর্বশেষ পরিদর্শনের তারিখ/গ্যাস লাইন পুনসংযোগের তারিখ হতে শুরু করে অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণের তারিখ পর্যন্ত সময় (আবাসিক ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য সর্বোচ্চ ১ (এক) বছর এবং শিল্প/মৌসুমী/চা-বাগান শ্রেণীর জন্য ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুটের নিচে সর্বোচ্চ ৪ (চার) মাস এবং ঘণ্টা প্রতি লোড ৪,০০০ ঘনফুট ও এর ঊর্ধ্বে সবোচ্চ ২ (দুই) মাস) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত সনাক্তকরণের তারিখ হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/নিয়মিতকরণের তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত গ্যাস বিল এবং সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত মাসিক লোডের ভিত্তিতে ১ (এক) মাসের গ্যাস বিলের সমপরিমাণ অর্থ (সর্বোচ্চ ২ (দুই) লক্ষ টাকা) জরিমানা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

৭.২.৭। **চা-বাগান গ্রাহক** ঃ শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৭.৩। একাধিকবার অবৈধ কার্যকলাপের জন্য জরিমানা

কোন গ্রাহক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৭.২ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ/অনিয়ম প্রথমবার সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত জরিমানা নির্ধারিত হবে। তবে একই গ্রাহক/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দ্বিতীয়বার অনুচ্ছেদ ৭.২ এ বর্ণিত যে কোন অপরাধ/অনিয়ম সংঘটিত হলে

উক্ত অপরাধের জন্য সংশিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত জরিমানার দ্বিগুণ এবং তৃতীয়বার সংঘটনের ক্ষেত্রে জরিমানা চারগুণ আদায়যোগ্য হবে।

৭.৪। অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা ধার্যের বিষয়টি গ্রাহককে অবহিতকরণ ও আদায়

কোন গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস কারচুপি, অননুমোদিত গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার প্রভৃতি অবৈধ কার্যকলাপের বিষয়ে অবহিত হওয়া/নিশ্চিত হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উপরোক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গ্রাহকের উপর অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা আরোপিত হলে গ্যাস বিপণন কোম্পানী ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে রেজিষ্টিকৃত ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিস/বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে অবহিত করবে। আরোপকৃত অতিরিক্ত বিল ও জরিমানা গ্রাহককে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৭.৫। আরএমএস/সিএমএস-এর সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্থ/চুরির জন্য মূল্য আদায়

গ্রাহকের অবৈধ হস্ক্ষেপের কারণে বা আরএমএস/সিএমএস-এ স্থাপিত সরঞ্জামের ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারের কারণে আরএমএস-এর কোন সরঞ্জাম অকেজো হলে বা গ্রাহকের আঙ্গিনা হতে আরএমএস এর কোন সরঞ্জাম চুরি হলে বা মিটারের মূলসীল ভাঙ্গা হলে বা আরএমএস-এর কোন সরঞ্জাম কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সকল ক্ষেত্রে উক্ত সরঞ্জামের দ্বিগুণ মূল্য গ্রাহকের নিকট হতে আদায়পূর্বক প্রতিস্থাপন করা হবে। স্থাপিতব্য আরএমএস/সিএমএস-এর ভাড়া যথারীতি আদায়যোগ্য হবে। এতদ্ব্যতীত 'গ্যাস আইন ২০১০' অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

৮। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও ব্যয়

৮.১। অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ

(ক) বকেয়া বিল ও জামানত অপরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নের বর্ণনা মোতাবেক গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করা হবেঃ

১। বিল ইস্যুর তারিখ হতে সিএনজি গ্রাহকের ক্ষেত্রে পরবর্তী ২০ (বিশ) দিন এবং অন্যান্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে পরবর্তী ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) দিনের মধ্যে গ্যাস বিল ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে;

২। কোম্পানীর চাহিদাপত্র অনুযায়ী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় জামানত প্রদানে গ্রাহক ব্যর্থ হলে;

(খ) নিম্নলিখিত যে কোন কারণে গ্যাস সংযোগ বিনা নোটিশে বিচ্ছিন্ন করা হবেঃ

১। মিটারে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ [মিটার ইনডেক্স ভগ্ন; মিটার সীল (মূলসীল/সিকিউরিটি সীল ইত্যাদি) ভগ্ন বা নকল বা উঠানো বা পুনঃস্থাপিত, মিটার রেজিস্টারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মিটারের রোটর/ফ্যান ভগ্ন, ডায়াফ্রাম ছিদ্র, মিটার উল্টোভাবে স্থাপন করা, মিটারের মেকানিজমে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি] উৎঘাটিত হলে/পাওয়া গেলে অথবা মিটারের সর্বোচ্চ প্রবাহ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার সনাক্ত হলে;

২। মিটার ছাড়াও আরএমএস/সিএমএস-এর যে কোন অংশে স্থাপিত সীলে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কারচুপির আলামত পাওয়া গেলে;

৩। মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে মিটার রিডিং গ্রহণ/পরিদর্শনকালে টার্নওভার ব্যতীত গ্রাহকের মিটার রিডিং ইতঃপূর্বে সংগৃহীত মিটার রিডিং অপেক্ষা কম পাওয়া গেলে;

৪। রেগুলেটরে হস্তক্ষেপ করা হলে;

৫। অননুমোদিতভাবে গ্যাস বার্নার/সরঞ্জাম স্থাপন/স্থানান্তর করা হলে;

৬। চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে গ্যাস ব্যবহার করা হলে বা কোম্পানীর লিখিত অনুমতি ছাড়া অন্য কোন পক্ষকে গ্যাস সরবরাহ করা হলে;

৭। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গ্যাস ব্যবহার করে কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বা বাষ্প নিজ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ/বিক্রয় করা হলে। তবে ক্যাপটিভ পাওয়ার শ্রেণীর আওতায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরকারের নির্ধারিত পলিসি অনুযায়ী অন্য প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করা হলে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না;

৮। আরএমএস/সিএমএস পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে;

৯। চুক্তি পত্রের যে কোন ধারা ভঙ্গ করলে;

১০। একই কারখানায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে কোন গ্রাহককে একাধিক রান/সাব-মিটারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর গ্যাস সংযোগ (শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার ইত্যাদি) প্রদান করা হলে যে কোন শ্রেণীর সংযোগের বিপরীতে গ্রাহক অনিয়ম/চুক্তিপত্রের শর্ত ভঙ্গ করলে একই সঙ্গে সকল শ্রেণীর (গৃহস্থালী ব্যতীত) সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে;

৮.২। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকরণ

(ক) গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে স্বতন্ত্র সার্ভিস লাইন নির্মাণপূর্বক অথবা বিচ্ছিন্নকৃত রাইজারের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ স্থাপনপূর্বক অথবা অন্য কোন উপায়ে মিটার বাইপাস করে গ্যাস কারচুপি করা হলে;

(খ) যে কোন গ্যাস বিতরণ লাইন হতে অবৈধভাবে সংযোগ স্থাপন (মিটার বাইপাস অথবা সার্ভিস লাইনের সাথে অভ্যন্তরীণ লাইনের সরাসরি সংযোগ স্থাপন/কমিশনকৃত সার্ভিস লাইন হতে সংযোগ স্থাপন/বিচ্ছিন্নকৃত লাইন হতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ ইত্যাদি) করা হলে;

(গ) অবৈধভাবে বিতরণ লাইন/সার্ভিস লাইন/রাইজার পরিবর্তন/স্থানান্তর করা হলে;

(ঘ) গ্রাহক কর্তৃক দুইবার আরএমএস/সিএমএস-এ অবৈধ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে গ্যাস কারচুপি করা হলে;

(ঙ) অনাদায়ী পাওনার জন্য অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে অস্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং অনাদায়ী পাওনার ক্ষেত্রে ১ (এক) বছরের মধ্যে পুনঃসংযোগ গ্রহণ করা না হলে;

(চ) তিনবারের অধিক অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক কর্তৃক পুনরায় সংযোগ বিচ্ছিন্নের কোন অপরাধ সংঘটিত হলে।

৮.২.১। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহক বিলুপ্ত গ্রাহক হিসেবে গণ্য হবে। স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত কোন গ্রাহক পুনরায় গ্যাস সংযোগের আবেদন করলে দেনা পাওনা/বিরোধ নিষ্পত্তি সাপেক্ষে একই মালিকের আওতাধীনে কারখানা/প্রতিষ্ঠান নতুন গ্রাহক হিসেবে বিবেচিত হবে।

৮.৩। গ্যাস সরবরাহ সীমিতকরণ/স্থগিতকরণ/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ

'গ্যাস আইন ২০১০' অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ সীমিত অথবা স্থগিত অথবা গ্রাহকদের গ্যাস ব্যবহারের উপর সীমাবদ্ধতা আরোপ অথবা গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রয়োগের অধিকার কোম্পানী সংরক্ষণ করেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের জীবন এবং সম্পদ বিপদাপন্ন হলে;

(২) গ্যাস নেটওয়ার্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালন ত্রুটি দেখা দিলে;

(৩) জাতীয় পর্যায়ে গ্যাসের সংকট দেখা দিলে;

(৪) গ্যাস বিতরণে ব্যবহারকারীগণের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রয়োজন হলে;

(৫) সরকার/কমিশন/পেট্রোবাংলা/কোম্পানী কতৃর্ক নির্ধারিত দক্ষতার (efficiency) চেয়ে কম দক্ষতায় গ্যাস ব্যবহৃত হলে।

৮.৪। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয়

উর্পযুক্ত উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন কারণে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে নিম্নলিখিত হারে বিচ্ছিন্নকরণ বাবদ ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় হবে। তবে লে-অফ/ফোর্স মেজিউর এর ক্ষেত্রে এ ব্যয় প্রযোজ্য হবে না।

গ্রাহক শ্রেণী	বিচ্ছিন্নকরণ ব্যয় (টাকা)		
	গ্রাহকের আবেদনক্রমে বিচ্ছিন্ন	অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন	স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন
বাণিজ্যিক	৫০০/-	১,০০০/-	৫,০০০/- +এ
শিল্প	২,৫০০/-	৫,০০০/-	১৫,০০০/- +এ
মৌসুমী	২,৫০০/-	৫,০০০/-	১৫,০০০/- +এ
চা-বাগান	২,৫০০/-	৫,০০০/-	১৫,০০০/- +এ
ক্যাপটিভ পাওয়ার	২,৫০০/-	৫,০০০/-	১৫,০০০/- +এ
সিএনজি	২,৫০০/-	৫,০০০/-	১৫,০০০/- +এ

এ= সার্ভিস লাইন অপসারণ বাবদ প্রকৃত খরচ।

অনুচ্ছেদ নং ৮.৩ এ বর্ণিত কারণে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলে গ্রাহকের নিকট হতে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনঃসংযোগের জন্য কোন অর্থ আদায় করা হবে না।

৮.৫। পুনঃসংযোগ এবং ব্যয়

৮.৫.১। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ীভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, খেলাপী অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বিচিছন্ন গ্যাস সংযোগ পুনরায় গ্রহণের জন্য গ্রাহক শ্রেণী ও অবস্থা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত হারে পুনঃসংযোগ ব্যয় পরিশোধ করতে হবে। তবে লে-অফ/লকআউট এর ক্ষেত্রে এ ব্যয় প্রযোজ্য হবে না।

গ্রাহক শ্রেণী	পুনঃসংযোগ ব্যয় (টাকা)	
	গ্রাহকের আবেদনক্রমে বিচিছন্ন	খেলাপী ও অবৈধ কার্যকলাপহেতু বিচিছন্ন
বাণিজ্যিক	১,৫০০/-	৫,০০০/-
শিল্প	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
মৌসুমী	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
চা-বাগান	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
সিএনজি	৫,০০০/-	১৫,০০০/-

৮.৫.২। অননুমোদিত/অবৈধ কার্যকলাপের জন্য সর্বোচ্চ দু'বার অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ পুনঃসংযোগের ক্ষেত্রে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনুমোদন প্রদান করবেন। দু'বারের অধিক অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগ পুনঃসংযোগের জন্য কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। বকেয়া পাওনা অনাদায়ে অস্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্নকৃত গ্যাস সংযোগের বিপরীতে সমুদয় পাওনাদি গ্রাহক কর্তৃক এককালীন পরিশোধ সাপেক্ষে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট মহাব্যবস্থাপক (বিপণন) পুনঃসংযোগের অনুমোদন প্রদান করবেন। বকেয়া পাওনাদির ৫০% এককালীন ও অবশিষ্টাংশ সর্বোচ্চ ৬(ছয়) কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদানপূর্বক পুনঃসংযোগ প্রদানের বিষয়ে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

৯। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি

৯.১। লোড হ্রাস/বৃদ্ধি প্রক্রিয়া

৯.১.১। বাণিজ্যিক গ্রাহক

এ শ্রেণীর গ্রাহকের লোড হ্রাস/বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলো নিম্নরূপঃ

১। লোড হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য গ্রাহককে নির্ধারিত ছকে আবেদন পত্র সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনপত্রে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধানের নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধান অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন ও লোড হ্রাস/বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।

৩। পরিদর্শনের ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিগত ২ (দুই) বছরের গ্যাস ব্যবহারের খতিয়ান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত (যেমন বিগত সময়ে অপসারিত মিটার পরীক্ষণ ফলাফল, বর্তমানে ব্যবহৃত মিটারে/মিটারের সীলের ত্রুটি/বিচ্যুতি, লোড হ্রাস/বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ইত্যাদি) সহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর উত্থাপন করতে হবে। কারিগরীভাবে অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করে বিষয়টি পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।

৪। কোম্পানীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি উল্লেখপূর্বক তা প্রতিপালনের অনুরোধ জানিয়ে গ্রাহককে পত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের চাহিদা পত্র প্রদান করতে হবে।

৫। হাল নাগাদ গ্যাস বিল পরিশোধ ও চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা/বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ চাহিদাকৃত সকল শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।

৬। রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাপ্তিসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং ড্রইং অনুমোদন সহ সার্ভিস লাইন পরিবর্তন/রাইজার স্থানান্তর/সার্ভিস লাইন ভিন্ন বিতরণ লাইনে স্থানান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক আদায় করতে হবে।

৭। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা কাটার অনুমতি পত্র গ্রহণ করে কোম্পানীর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে কোম্পানী কর্তৃক নিয়োজিত রাইজার ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস লাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহক নিয়োজিত ঠিকাদারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেয়ালে বা মাটির উপরে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়।

৮। পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানীর উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পার্জিং (পাইপ লাইনের আভ্যন্তরীণ অংশ পরিস্কার) ও টেস্টিং (চাপ পরীক্ষা) এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

৯। গ্রাহক ও তার নিয়োজিত ঠিকাদার কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত As built drawing জমা দেয়ার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করে অনুমোদন অনুযায়ী নক্সা মোতাবেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষমতা/বার্নারের অরিফিসের আকার নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করতে হবে। অন্যথায় এর কোন ব্যতিক্রম হলে অনুমোদনকারীর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১০। যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্রাহক ও ঠিকাদারের যৌথ স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে।

১১। গ্রাহকের সাথে যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১২। চুক্তিপত্র সম্পাদনের ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবনির্মিত সার্ভিস লাইন কমিশন ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কিল করে আরএমএস স্থাপন করতে হবে।

১৩। লোড হ্রাস বৃদ্ধির জন্য আরএমএস/সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে কার্যসমাপনীর তারিখ ও আরএমএস/সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তনের তারিখ হতে লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কার্যকরী করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

৯.১.২। শিল্প গ্রাহক

এ শ্রেণীর গ্রাহকের লোড হ্রাস/বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকরণের ধাপগুলো নিম্নরূপঃ

১। লোড হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য গ্রাহককে নির্ধারিত ছকে আবেদন পত্র সংগ্রহপূর্বক যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনপত্রে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধানের নিকট জমা প্রদান করতে হবে।

২। সংশ্লিষ্ট জোন/কার্যালয় প্রধান অথবা তার মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রাহকের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পরবর্তী ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন ও লোড হ্রাস/বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।

৩। পরিদর্শনের ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিগত দুই বছরের গ্যাস ব্যবহারের খতিয়ান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত (যেমন বিগত সময়ে অপসারিত মিটার পরীক্ষণ ফলাফল, বর্তমানে ব্যবহৃত মিটারে/মিটারের সীলের ক্রটি/বিচ্যুতি, লোড হ্রাস/বৃদ্ধির যৌক্তিকতা ইত্যাদি) সহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর উথাপন করতে হবে। কারিগরীভাবে অগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করে বিষয়টি পরিদর্শন পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করতে হবে।

৪। কোম্পানীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের পরবর্তী ২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় শর্তাদি উল্লেখ করে তা প্রতিপালনের অনুরোধ জানিয়ে গ্রাহককে পত্র ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানতের চাহিদা পত্র প্রদান করতে হবে।

৫। হাল নাগাদ গ্যাস বিল পরিশোধ ও চাহিদাপত্র অনুযায়ী অর্থ জমাদান বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব শাখা/বিভাগের ছাড়পত্র গ্রহণসহ চাহিদাকৃত সকল শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।

৬। রাজস্ব ছাড়পত্র প্রাপ্তিসহ অন্যান্য শর্ত প্রতিপালনের পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং ড্রইং অনুমোদনসহ সার্ভিস লাইন পরিবর্তন/রাইজার স্থানান্তর/ সার্ভিস লাইন ভিন্ন বিতরণ লাইনে স্থানান্তর ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মালামালের মূল্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক আদায় করতে হবে।

৭। প্রযোজ্য হলে মালামালের মূল্য আদায়ের ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে ভান্ডার হতে গ্রাহককে মালামাল প্রদানের লক্ষ্যে এমআইভি ইস্যু করতে হবে। এমআইভি এর সাথে গ্রাহক/গ্রাহক নিযুক্ত প্রতিনিধির নমুনা স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন করতে হবে।

৮। প্রযোজ্য হলে ভান্ডার হতে প্রয়োজনীয় সকল মালামাল উত্তোলনের কাগজপত্র এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট রাস্তা কাটার অনুমতি পত্র গ্রহণ করে গ্রাহক ও তার নিয়োজিত উপযুক্ত পর্যায়ের ঠিকাদারের প্রদত্ত যৌথ স্বাক্ষরিত কর্মসূচী (Work Schedule) অনুমোদন করতে হবে। কোম্পানী প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে অনুমোদিত সূচী মোতাবেক সার্ভিস লাইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ লাইন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ লাইন পর্যাপ্ত সাপোর্টসহ দেয়ালে বা মাটির উপরে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তা নিরাপদ ও সহজে দৃশ্যমান হয়।

৯। পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানীর উপযুক্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে পার্জিং (পাইপ লাইনের অভ্যন্তরীণ অংশ পরিস্কার) ও টেস্টিং (চাপ পরীক্ষা) এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

১০। গ্রাহক ও তার নিয়োজিত ঠিকাদারের যৌথ স্বাক্ষরিত As built drawing জমা দেয়ার ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন করে অনুমোদন অনুযায়ী নক্সা মোতাবেক গ্যাস লাইন ও স্থাপনা, স্থাপনার ক্ষমতা/বার্ণারের অরিফিসের আকার নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান কর্তৃক নক্সা অনুমোদন করতে হবে। অন্যথায় এর কোন ব্যাতিক্রম হলে অনুমোদনকারীর নিকট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১১। যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্রাহক ও ঠিকাদারের যৌথ স্বাক্ষরিত কার্যসমাপনী প্রতিবেদন গ্রহণ করতে হবে।

১২। গ্রাহকের সাথে যথাযথভাবে পূরণকৃত গ্যাস বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১৩। চুক্তিপত্র সম্পাদনের ৫ (পাচঁ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নবনির্মিত সার্ভিস লাইন কমিশন ও পুরাতন সার্ভিস লাইন কিল করে আরএমএস/সিএমএস স্থাপন করতে হবে।

১৪। লোড হ্রাস/বৃদ্ধির জন্য আরএমএস/সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকলে কার্যসমাপনির তারিখ ও আরএমএস/সিএমএস পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা পরিবর্তনের তারিখ হতে লোড হ্রাস/বৃদ্ধি কার্যকরী করার লক্ষ্যে কম্পিউটার বিভাগকে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

৯.১.৩। মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
৯.১.৪। ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
৯.১.৫। সিএনজি গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।
৯.১.৬। চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	শিল্প শ্রেণীর গ্রাহকদের অনুরূপ।

৯.২। গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস চার্জ

কোন গ্রাহকের ঘণ্টা প্রতি গ্যাস লোড হ্রাস/বৃদ্ধি/পুনর্বিন্যাস অথবা বর্হিগমন চাপ হ্রাস/বৃদ্ধির কারণে আরএমএস/সিএমএস-এর কোন সরঞ্জাম পরিবর্তনের প্রয়োজন না হলে গ্রাহককে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে না। তবে আরএমএস/সিএমএস-এর যে কোন সরঞ্জাম পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে গ্রাহক শ্রেণীভেদে নিম্নবর্ণিত হারে চার্জ পরিশোধ করবেঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	৩,০০০/-টাকা।
শিল্প গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।
চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।

১০। ভিন্ন জ্বালানী ব্যবহার

গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে কোম্পানীর অনুমোদনক্রমে গ্যাসের পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানী ব্যবহার করা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত স্থাপনা/সরঞ্জামসমূহের কারিগরী তথ্য এবং বিকল্প জ্বালানীর বিবরণ সম্বলিত ঘোষণাপত্র কোম্পানীর নিকট জমা দিতে হবে।

১১। বিবিধ

১১.১। রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তর চার্জ

কোন গ্রাহকের রাইজার/আরএমএস/সিএমএস স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত কাজের জন্য বিতরণ/সার্ভিস লাইনের প্রয়োজনীয় মালামালের প্রকৃত মূল্যের ১৫% ওভারহেড খরচসহ্ মূল্য ও স্থাপনার প্রকৃত ব্যয় গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ ছাড়াও নিম্নবর্ণিত হারে চার্জ জমা দিতে হবেঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	১,৫০০/-টাকা
শিল্প গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা
চা বাগান গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	৫,০০০/-টাকা।

১১.২।মালিকানা/নাম পরিবর্তন চার্জ

গ্যাস সংযোগকৃত কোন গ্রাহকের মালিকানা এবং/বা নাম পরিবর্তন করতে হলে নতুন মালিকের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র নোটারী পাবলিক এর দ্বারা প্রত্যায়নপূর্বক জমা প্রদানসহ নিম্নে উল্লিখিত হারে চার্জ পরিশোধ করতে হবেঃ

বাণিজ্যিক গ্রাহক	ঃ	৪,০০০/- টাকা
শিল্প গ্রাহক	ঃ	১০,০০০/- টাকা
মৌসুমী গ্রাহক	ঃ	১০,০০০/- টাকা
ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহক	ঃ	১০,০০০/- টাকা
চা-বাগান গ্রাহক	ঃ	১০,০০০/- টাকা
সিএনজি গ্রাহক	ঃ	১০,০০০/- টাকা।

১১.৩। লোড হস্তান্তর/স্থানান্তর/একত্রীকরণ

১। কোন গ্রাহকের জন্য বরাদ্দকৃত শুধুমাত্র গ্যাস লোড অন্য কোন গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর/ বিক্রয় করা যাবে না।

২। কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে অথবা ঐ প্রতিষ্ঠানে গ্যাস ব্যবহার না করার ঘোষনা দিয়ে এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড ভিন্ন স্থানে নির্মিত/স্থাপিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর/স্থানান্তর করা যাবে না। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে মালিকানা ও ব্যবসার ধরন অপরিবর্তিত রেখে প্রস্তাবিত স্থানে গ্যাস প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সংযোগ প্রদান করা যাবে।

৩। একই ব্যক্তি/গ্রুপ/প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বিভিন স্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড একটি কারখানা/প্রতিষ্ঠানের জন্য একত্রিত করা যাবে না।

৪। কোন কারখানা/প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হলে অথবা পরিচালনা না করার ঘোষণা দেয়া হলে সে কারখানা/ প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা এর বিপরীতে বরাদ্দকৃত গ্যাস লোড বিতরণ কোম্পানীর নিকট সমর্পিত বলে গণ্য হবে।

১১.৪। ব্যবসার ধরন পরিবর্তন

একই গ্রাহক শ্রেণীর আওতায় অনুমোদিত লোডের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবসার ধরন (গ্রাহক উপ-শ্রেণী) পরিবর্তন করা যাবে। তবে অযান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান যান্ত্রিক/স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে রূপান্তর করা হলে অনুমোদিত লোডের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে।

১১.৫। মিটারের সঠিকতা পরীক্ষণ

গ্রাহকের আঙ্গিনা হতে মিটার অপসারণ করার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা (Accuracy) ও সীল পরীক্ষা করা হবে। মিটার অপসারণের ৪ (চার) কার্যদিবসের মধ্যে মিটারের সঠিকতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় নির্ধারণপূর্বক মিটার অপসারণকারী বিভাগ/শাখার কর্মকর্তা মিটার অপসারণকালে গ্রাহক কিংবা গ্রাহকের মনোনীত প্রতিনিধিকে পরীক্ষাগারে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হবে। গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিক্রয় বিভাগ মিটার অপসারণের ৭ (সাত)

কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচী নির্ধারণ করে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিস/বিশেষ বাহক মারফত গ্রাহককে এবং এর অনুলিপি প্রেরণসহ টেলিফোনের মাধ্যমে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগকে অবহিত করে উক্ত সময়ের মধ্যে মিটারটি মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগে জমা প্রদান করবে। গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি নির্ধারিত দিনে মিটার পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে মিটার পরীক্ষাকারী বিভাগ কর্তৃক গ্রাহককে পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মিটার পরীক্ষার কর্মসূচী চুড়ান্ত করে রেজিস্টার ডাকযোগে অনুরোধ করা হবে। তারপরও গ্রাহক/গ্রাহক প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকলে কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা কর্তৃক একতরফাভাবে মিটার পরীক্ষা করে ফলাফল ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে গ্রাহককে অবহিত করা হবে। মিটার পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রাহকের নিকট কোন পাওনা থাকলে তা গ্রাহককে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে অবহিত করা হবে।

১১.৬।প্রাকৃতিক কারণে মিটার ধীর/দ্রুত গতির জন্য বিল সংশোধন

মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা করে যদি প্রাকৃতিক কারণে (হস্তক্ষেপ ব্যতীত) তা ২% এর অধিক ধীর/দ্রুত গতি সম্পন্ন পাওয়া যায় তবে উক্ত মিটার ব্যবহারের অর্ধেক সময় সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের গ্যাস বিল সমন্বয় করা হবে।

১১.৭।সকল গ্রাহকের জন্য প্রযোজ্য

ক) সকল শ্রেণীর গ্রাহকের আরএমএস/সিএমএস-এর স্পর্শকাতর পয়েন্টসমূহে উপযুক্ত সীল স্থাপনপূর্বক সম্পূর্ণ আরএমএস/সিএমএস কেবিনেটে আবদ্ধ করতে হবে।
খ) সকল শ্রেণীর বিদ্যমান সংযোগের অভ্যন্তরীণ গ্যাস লাইন মাটির উপরে স্থাপন করতে হবে।
গ) সকল শ্রেণীর গ্রাহকের ব্যবহৃত মিটার প্রতি ৩ (তিন) বছর পরপর ক্যালিব্রেশন করতে হবে।
ঘ) গ্যাস কারচুপি রোধকল্পে কোম্পানী নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেঃ

১. গ্রাহকের মাসিক গ্যাস ব্যবহার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও প্রযোজ্য মতে ব্যবস্থা গ্রহণ;
২. যে সকল গ্রাহকের আরএমএস/সিএমএস-এ ইভিসি স্থাপিত আছে/হবে সে সকল ক্ষেত্রে প্রতি ৪ (চার) মাস অন্তর EVC ডাটা ডাউনলোড করে গ্যাস ব্যবহার পরিবীক্ষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. মিটার রিডিং গ্রহণকালে মিটারের সচলতা নিশ্চিতকরণ;
৪. মিটার বিকল সনাক্তকরণের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তা পরিবর্তন;
৫. টারবাইন মিটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিটার প্রটেক্টর স্থাপন করতে হবে।

১১.৮।ঠিকাদার সম্পৃক্ততা

অননুমোদিত গ্যাস সরঞ্জামাদি স্থাপন বা গ্যাস কারচুপির সাথে কোন ঠিকাদারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে কোম্পানী হতে তার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি বাতিল করে তাৎক্ষণিকভাবে পেট্রোবাংলার আওতাধীন অন্যান্য বিপণন কোম্পানীকে জানিয়ে দেয়া হবে। এতদ্ব্যতীত ‘গ্যাস আইন ২০১০’ অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১.৯।বিরোধ নিস্পত্তিকরণ

গ্যাস আইন ২০১০ এর আওতা বর্হিভূত এ নীতিমালার কোন বিষয়ে গ্রাহক এবং কোম্পানীর মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে তা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিস্পত্তিযোগ্য হবে।

১১.১০। অধিকার সংরক্ষণ

গ্রাহক প্রতিক্রিয়া এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিবেচনায় ‘গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী ২০১১’ এর যে কোন ধারার পরিবর্তন/পরিবর্ধন এবং সংযোজন/বিয়োজনের অধিকার পেট্রোবাংলা সংরক্ষণ করে।

পরিশিষ্ট-ক

গ্রাহক শ্রেণী বিন্যাস

গৃহস্থালী	বাণিজ্যিক	শিল্প
১	২	৩
ক) বাস ভবন হিসেবে ব্যবহৃতঃ ১। বাড়ি/ইমারত ২। প্রতিরক্ষা বিভাগের আবাসিক ভবন। ৩। বিজিবি, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি-এর আবাসিক কোয়ার্টারসমূহ ৪। জেলখানার আবাসিক কোয়ার্টারসমূ ৫। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট/দপ্তর/এজেন্সীর আবাসিক কোয়াটারসমূহ। খ) অব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত/ব্যবহৃত ঃ ১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরিজ, কেন্টিন। ২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/এতিমখানা, হাসপাতাল, সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত গেস্টহাউজ, সার্কিট হাউজ, ইন্সপেকশন বাংলো/ডাক বাংলো। ৩। জেলখানার কেন্টিন, কয়েদীদের রান্না ঘর। ৪। বিজিবি, কোষ্টগার্ড, পুলিশ, আনসার এর কেন্টিন ও মেস। ৫। সরকারী শিশুসদন, আশ্রম, তাবলিগ ট্রাস্ট, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, মাজার। ৬। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন কেন্টিন ও শ্রমিকদের মেস/রান্নাঘর। ৭। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মেস। ৮। সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত অফিসের কেন্টিনসমূহ। ৯। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল প্রকার মেস ও কেন্টিন। ১০। সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিসমূহ।	১। হোটেল ও আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজ । ২। মিষ্টি প্রস্তুতকারী দোকান/প্রতিষ্ঠান। ৩। রেস্তোরাঁ, চায়নিজ রেস্তোরাঁ, বেসরকারী কেন্টিন ও টি-স্টল। ৪। চিড়া/মুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। (হস্তচালিত) ৫। প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরি/ হাসপাতাল/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ৬। কমিউনিটি সেন্টার/ক্লাব/মিলনায়তন/ কনভেনশন সেন্টার/সুইমিংপুল। ৭। স্ন্যাকস/কাবাবঘর। ৮। বেকারী/কনফেকশনারী/লজেন্স/ চানাচুর/ সেমাই/বিস্কুট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত)। ৯। সাবান/পটারী/সিরামিক/রং/ঔষধ/ আগর-আতর প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত)। ১০। ডিস্টিলড ওয়াটার/ডাইং ও প্রিন্টিং/ লন্ড্রী/ট্যানারী/চুড়ি/ বরফ/আইসক্রীম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (হস্তচালিত)। ১১। সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত লবণ, কাঁচ, চুন কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান। ১২। হস্তচালিত/অযান্ত্রিক উপায়ে চালিত ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান।	১। বিসিক/বিনিয়োগ বোর্ড/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ। ২। বৃহৎ আকৃতির শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান সমূহ, উন্নতমানের হোটেলসূমূহ (বয়লার, জেনারেটর ইত্যাদি ব্যবহারকারী)। ৩। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে ইট, টাইলস, সিরামিক, রিফ্র্যাকটরিজ, আগর-আতর, সেনিটারী দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। ৪। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত বরফ/ আইসক্রিম/সেমাই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। ৫। সম্পূর্ণ যান্ত্রিক উপায়ে চালিত ধান কল ও চিড়া/মুড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ৬। শিল্প নীতিতে বর্ণিত অন্যান্য সকল শিল্পসমূহ।

মৌসুমী	চা-বাগান	বিদ্যুৎ	সার
৪	৫	৬	৭
১। অযান্ত্রিক উপায়ে মৌসুমভিত্তিক ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ। ২। মৌসুমভিত্তিক পরিচালিত তামাক পাতা বিশুষ্ককরণ কারখানা। ৩। মৌসুমভিত্তিক আখ ও ফল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা/প্রতিষ্ঠান।	চা-পাতা বিশুষ্ককরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজে (বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর ব্যতীত) গ্যাস ব্যবহারকারী চা-বাগানসমূহ।	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসূমূহ ও বৃহদাকার অন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	সরকারী এবং বেসরকারী মালিকানায় সার উৎপাদনকারী কারখানাসমূহ যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস সার তৈরিতে ফিডস্টক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাপটিভ পাওয়ার	সিএনজি	ভবিষ্যতে সৃষ্ট অন্যকোন গ্রাহক
৮	৯	১০
যে সকল গ্রাহক নিজস্ব প্রয়োজনে বা সহযোগী কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রায়তনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গ্যাস ব্যবহার করবে।	যে সকল গ্রাহক প্রাকৃতিক গ্যাসকে সংকোচন করে বিভিন্ন ধরণের যানবাহনে সরবরাহ করবে। তবে, সিএনজি রি-ফুয়েলিং স্টেশনে কম্প্রেসর চালনার জন্য গ্যাস জেনারেটর/গ্যাস ইঞ্জিনে ব্যবহৃত গ্যাসের ট্যারিফ ক্যাপটিভ পাওয়ার রেইটে নির্ধারিত হবে।	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে নতুন কোন গ্রাহক শ্রেণী সৃষ্ট হলে তারা এ শ্রেণীর আওতাভুক্ত হবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকদের চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর

ক্রমিক নং	গ্রাহক উপ-শ্রেণী	উপশ্রেণীর আওতাভূক্ত গ্রাহকদের নাম	চালনা ধাঁচ (ন্যূনতম)		ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর
			ঘণ্টা/ দিন	দিন/মাস	
১.	বাণিজ্যিক গ্রাহক (সাংবাৎসরিক) ঃ				
১.১	হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট	ক) রেস্টুরেন্ট/টি স্টল/বেসরকারী কেন্টিন।	১২	২৬	০.৮০
		খ) চাইনিজ রেস্টুরেন্ট।	১২	৩০	০.৮০
		গ) আবাসিক হোটেল/গেস্ট হাউজ/কাবাব ঘর/স্ন্যাকসঘর।	৮	৩০	০.৮০
		ঘ) সুইটমিট (মিষ্টির দোকান) ও অন্যান্য।	১২	৩০	০.৮০
		ঙ) কমিউনিটি সেন্টার।	৮	২৬	০.৮০
১.২	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	ক) খাদ্য শিল্পঃ			
		১। বৃহৎ বিস্কুট কারখানা	১৬	২৬	০.৮০
		২। বিস্কুট কারখানা/বেকারী/সেমাই কারখানা/ কনফেকশনারী/লজেন্স কারখানা।	১২	২৬	০ ৮০
		৩। চিড়া/মুড়ি/চানাচুর কারখানা।	৮	২৬	০.৮০
		৪। লবণ	১৬	২৬	০.৮০
		৫। মোরব্বা ও অন্যান্য।	৮	২৬	০.৮০
		খ) রসায়ন শিল্পঃ			
		১। সাবান কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		২। ঔষধ/রং কারখানা/ট্যানারী।	১২	২৬	০.৮০
		৩। পটারী/সিরামিক।	১২	২৬	০.৮০
		৪। আগর-আতর।	১২	২৬	০.৮০
		৫। রাবার/প্লাস্টিক কারখানা ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
		গ) ধাতব ও প্রকৌশল শিল্পঃ	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) বিবিধঃ			
		১। ডিস্টিলড ওয়াটার কারখানা।	১৬	২৬	০.৮০
		২। ডাইং/প্রিন্টিং/লন্ড্রী।	১২	২৬	০.৮০
		৩। চুড়ি জোড়া দেওয়া (হস্তচালিত)।	৮	২৬	০.৮০
		৪। প্রাইভেট ক্লিনিক/ল্যাবরেটরী/ হাসপাতাল।	১২	৩০	০.৮০
		৫। আইসক্রীম/ঠান্ডা পানীয়/শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ প্ল্যান্ট।	৮	২৬	০.৮০

	শিল্প গ্রাহক (সাংবাৎসরিক) ঃ				
২.১	কাঁচ, সিলিকেট ও সিরামিক	ক) কাঁচ/চুড়ি/মার্বেল কারখানা।	১৬	২৬	০.৯৫
		খ) সিলিকেট ঃ			
		খ-১) বিরতিহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		খ-২) ব্যাচ পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯০
		গ) ইট/সিরামিক/টাইলসঃ			
		১। সাধারণ ও সিরামিক ইট।	২৪	৩০	০.৯০
		২। রিফ্র্যাক্টরীজ/টাইলস ঃ			
		২-ক) সাটল পদ্ধতি(রেলযুক্ত)।	২৪	২৬	০.৭০
		২-খ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেলবিহীন)।	১২	২১	০.৮৫
		৩। সিরামিক/ফাইন সিরামিক ঃ			
		৩-ক) ট্যানেল পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৯৫
		৩-খ) সাটল পদ্ধতি (রেলযুক্ত)।	১৬	২৬	০.৭০
		৩-গ) ব্যাচ পদ্ধতি (রেলবিহীন)।	১২	২১	০.৮৫
২.২	কেমিক্যাল	ক) লাইম ইন্ডাষ্ট্রিজ (ব্যাচ পদ্ধতি)।	২৪	২৪	০.৮৫
		খ) ঔষধ/ম্যাচ/প্রসাধনী।	১২	২৬	০.৮০
		গ) কাগজ ও মন্ড ঃ			
		গ-১)বিরতীহীন পদ্ধতি।	১৬	২৬	০.৮০
		গ-২)রি-সাইকেল/ সিগারেট এর কাগজ (ব্যাচ পদ্ধতি)।	১৬	২৬	০.৮০
		ঘ) সাবান/রং কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ঙ) সিমেন্ট।	২৪	৩০	০.৮০
		চ) পাস্টিক/রাবার/জুতা কারখানা।	১২	২৬	০.৮০
		ছ) এসফল্ট প্লান্ট/আলকাতরা/ ন্যাপথলিন/নারিকেল তৈল।	১২	২৬	০.৮০
		জ) ট্যানারী ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
		ঝ) অক্সিজেন	২৪	২৬	০.৮০
		ঞ) আগর-আতর	১২	২৬	০.৮০
২.৩	ধাতব কৌশল	ক) রি-রোলিং ঃ			
		ক-১)পুশার ফার্নেস।	১২	২৬	০.৯০
		ক-২)ব্যাচ ফার্নেস।	১২	২৬	০.৮০
		খ) এলুমিনিয়াম/এনামেল/ফাউন্ড্রি।	১২	২৬	০.৮৫
		গ) ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ।	১২	২৬	০.৮৫
		ঘ) ব্লেড কারখানা/হিট ট্রিটমেন্ট/ গ্যালভানাইজিং ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮৫
২.৪	পাট ও বস্ত্র	ক) টেক্সটাইল।	১২	২৬	০.৮৫
		খ) গার্মেন্টস/ গার্মেন্টস আয়রনিং/ গার্মেন্টস ওয়াশিং ।	৮	২৬	০.৮০
		খ) ডাইং এন্ড প্রিন্টিং।	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) জুটমিলস্ ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
২.৫	খাদ্য	ক) ভোজ্য তেল ঃ			
		ক-১) বিরতিহীন পদ্ধতি ।	১৬	২৬	০.৮০
		ক.২) ব্যাচ পদ্ধতি ।	১২	২৬	০.৮০
		খ) ব্রেড ও বিস্কুট(যান্ত্রিক কারখানা)।	১৬	২৬	০.৮০
		গ) পানীয়/চকলেট/কনফেকশনারী (যান্ত্রিক কারখানা) ।	১২	২৬	০.৮০
		ঘ) লবণ	১৬	২৬	০.৮০
		ঙ) সেমাই কারখানা/নুডলস্ কারখানা/আইসক্রীম কারখানা	১২	২৬	০.৮০
		চ) হোটেল ও অন্যান্য।	১২	২৬	০.৮০
২.৬	ষ্টীম টারবাইন	-	২৪	২৬	০.৮০

২.৭	অন্যান্য	ক) টোব্যাকো/লন্ড্রী/উডওয়ার্ক/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত)। খ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ।	১২ ১২	২৬ ২৬	০.৮০ ০.৮০
৩.০	মৌসুমী গ্রাহক	ক) ইটখোলা	২৪	৩০	০.৯৫
		খ) চিনি	১২	৩০	০.৮০
		গ) তামাক পাতা প্রক্রিয়াকরণ	১৬	২৬	০.৮০
৪.০	ক্যাপটিভ পাওয়ার	ক)সার্বক্ষণিক	২৪	২৬	০.৮০
		খ)কারখানা চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন।	সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য চালনা ধাঁচ ও ডাইভারসিটি ফ্যাক্টর প্রযোজ্য হবে।		
		গ)পিডিবি/আরইবি/ডেসার বিদ্যুৎ এর স্ট্যান্ডবাই।	৮	২৬	০.৮০
৫.০	সিএনজি		১২	২৬	০.৮০
৬.০	চা-বাগান		১৬	২৬	০.৮০

বিঃ দ্রঃ

যে সকল গ্রাহকের চালনা ধাঁচ সংশ্লিষ্ট গ্রাহক শ্রেণীতে উল্লেখ নেই সে সকল গ্রাহকের চালনা ধাঁচ অন্য কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত থাকলে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন গ্রাহকের চালনা ধাঁচ যদি কোন শ্রেণীতেই উল্লেখ না থাকে সে সব ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের সঙ্গে সামঞ্জস্য ূর্ণ অন্য কোন গ্রাহকের (একই শ্রেণীভূক্ত) চালনা ধাঁচ প্রযোজ্য হবে।

সাধারণভাবে চালনা ধাঁচ পরিবর্তনের মাধ্যমে মাসিক লোড পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত চালনা ধাঁচের মধ্যেই প্রযোজ্য মতে দৈনিক গ্যাস ব্যবহারের সময় ২(দুই) ঘন্টা বা এর গুণিতক হিসাবে (যেমনঃ ৪(চার) ঘন্টা, ৬(ছয়) ঘন্টা ইত্যাদি) হ্রাস/বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

গ্রাহক অনুমোদিত ঘন্টা প্রতি লোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বার্নার/গ্যাস স্থাপনা ব্যবহার করা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে গ্রাহক অনুমোদিত ন্যূনতম লোডে গ্যাস ব্যবহার করতে সক্ষম নয় এবং একইসাথে গ্রাহক গ্যাস কারচুপির অভিযোগেও অভিযুক্ত নয় এবং এ অবস্থা যদি বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) মাস এবং অন্যান্য শ্রেণীর গ্রাহকের ক্ষেত্রে ১ (এক) বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে তা হলে গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানী কর্তৃক গঠিত কমিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহক কেন অনুমোদিত লোডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গ্যাস ব্যবহার করতে পারছেন না তা পুংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোম্পানীর অনুমোদনক্রমে অনুমোদিত সর্বনিম্ন চালনা ধাঁচের চেয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী চালনা ধাঁচ হ্রাস করা যেতে পারে।